এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ

৩ শিয়ালদহে পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আচমকা হানা
মা উড়ালপুলে বেপরোয়া গতির জেরে পথদুর্ঘটনা, আহত ৪ ৩

কলকাতা ১ নভেম্বর ২০২৬ ১৪ কার্তিক ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.11.2026, Vol. 20 Issue No. 139, 8 Pages, Price 3.00

দুর্নীতির ইন্দ্র-জালে জেরা কি স্ত্রীকেও ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর পাস ও টেন্ডার বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার মহা-দুর্নীতিতে তোলপাড়া রাজ্য- রাজনীতি। ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের পর এবার গোয়েন্দাদের র‍্যাডারে তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দফায় দফায় ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রীকে জেরা করে মিলেছে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোরক তথ্য। সেই সব সূত্রের সূত্র ধরেই এবার মধুছন্দাদেবীকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। তবে আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে এখনই লালবাজার তাঁকে হেপাজতে নিতে পারছে না, কারণ কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইতিমধ্যেই আগাম জামিন পেয়ে গিয়েছেন মধুছন্দা সেন। এমতাবস্থায় আগাম জামিনপ্রাপ্ত কোনও অভিযুক্তকে কীভাবে জেরা করা যায়, সেই আইনি কৌশল খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। তাঁকে কি লালবাজারে তলব করে নোটিস পাঠানো হবে, নাকি তদন্তকারী আধিকারিকেরা সরাসরি তাঁর বাসভবনে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তা নিয়ে লালবাজারের অন্দরে ও আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে গভীর আলোচনা চলছে।

এদিকে লালবাজার সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, দুর্নীতির এই জাল ছড়ানো হয়েছিল ২০২১ সালের পর থেকে। সে বছর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' স্বীকৃতি পাওয়ার পরেই চটজলদি গজিয়ে ওঠে 'মাস আর্ট' নামের একটি সংস্থা। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন মধুছন্দা সেন। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর নাম ও প্রতীক বেআইনিভাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন পুজোপ্রেমীদের কাছে ছড়ানো হয়েছিল বিভ্রান্তি। দাবি করা হয়েছিল, 'মাস আর্ট'-এর সঙ্গে ইউনেস্কোর সরাসরি বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। সেই সুযোগ নিয়ে দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো' এবং 'প্রিভিলেজড পুজো এন্ট্রি'র নামে চড়া দামে ভুয়ো পাস ও টিকিট বিক্রি করে তোলা হয় কোটি কোটি টাকা। যদিও আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোনও সংস্থার সঙ্গে তাদের কোনওপ্রকার বাণিজ্যিক চুক্তি বা আর্থিক লেনদেন কখনওই ছিল না।

প্রসঙ্গত, বৌবাজার থানায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় এই পুলিশি তদন্ত। দায়ের হওয়া এফআইআরে প্রাক্তন মন্ত্রীর পাশাপাশি নাম রয়েছে মধুছন্দা সেনেরও। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, পুজো ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন টেন্ডার কাণ্ড মিলিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ১১৫ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে! দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে ইতিমধ্যেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি যৌথভাবে ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দার সব ক'টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে তল্লাশি শুরু করেছে।

সাড়ম্বরে পালিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী

একতা দিবসে উন্নয়নের ডালি

আমদাবাদ, ৩১ অক্টোবর : জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপনে গুজরাতের একতা নগরে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও দেশবাসীকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সকালে 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-তে গিয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বার্ষিক জাতীয় একতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবেই ৩১ অক্টোবর এই মেগা প্রকল্পগুলির সূচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে মূল নজর ছিল এলাকার বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশ-বান্ধব পর্যটনের ব্যাপক প্রসারের ওপর।

এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'একতা প্যারেড'। এতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, বিভিন্ন রাজ্য পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থাগুলির জওয়ানরা অংশ নেন এবং তাঁদের চরম শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব ও সাহসিকতার প্রদর্শন করেন। এ বছরের প্যারেডে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বামপন্থী চরমপন্থা মোকাবিলায় নিরাপত্তা বাহিনীগুলির অভূতপূর্ব সাফল্য এবং মাওবাদী-প্রভাবিত এলাকাগুলির সামগ্রিক ইতিবাচক রূপান্তরের ওপর।

যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন করা হয়েছে এদিন সেগুলো হল, আধুনিক নিকাশি ও জল শোধনাগার, আলোকসজ্জা , নর্মদা ঘাটের আধুনিকীকরণ, আইআরসিটিসি হোটেল এবং রেইনফরেস্ট, ইউনিটি ও ইকো ট্রেইল। এছাড়াও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, গোরা-ভান্ডরা সড়ক উন্নয়ন, সমন্বিত জিরো-ওয়েস্ট স্মার্ট কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, খালবাণী ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন এবং ক্যাকটাস ও বাটারফ্লাই গার্ডেনের সমন্বিত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'নকশাল মুক্ত ভারত' শীর্ষক একটি বিশেষ নাট্য প্রযোজনা। চরমপন্থা দ্বারা প্রভাবিত ১২৬টি জেলার প্রায় ২,০০০ শিল্পী এই পরিবেশনায় অংশ নেন।

ঐক্যের দৌড়ে সংহতির শপথ

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। এই উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে 'রান ফর ইউনিটি' বা ঐক্যের দৌড়ের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ। জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও অখণ্ডতার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই দৌড়ের আয়োজন করা হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে অখণ্ড ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক অবদানকে স্মরণ করতেই প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার বলেছেন, স্বাধীনতার পর মাত্র ১,২১৮ দিনের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন, সেইসব পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করে বলা হয়েছিল যে দেশটি ভেঙে পড়বে। শাহ বলেন, প্যাটেল যে দেশটির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, সেই দেশ এখন গর্বের সঙ্গে বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি প্যাটেলকে এমন একজন নেতা হিসেবে বর্ণনা করেন, যার কাজ ভারতের ইতিহাসকে রূপান্তরিত করেছে এবং এর ভূগোলকে গড়ে তুলেছে।

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ জাতীয় ঐক্যের শপথবাক্য পাঠ করান এবং দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও দেশপ্রেমের চেতনা আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মাদকমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শ ও দেশ গঠনে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে 'রান ফর ইউনিটি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরও একবার জাতীয় ঐক্যের বার্তা তুলে ধরা হয়।

সিপিএম-তৃণমূলের সব 'পুরনো হিসেব' মেটাবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছর আগে লোকসভা ভোটের সময়ে গন্ডগোল থেকে ১৭ বছর আগের রাজনৈতিক ঘটনা, তৃণমূল জমানা থেকে বাম আমলের নানা মামলার হিসেব হবে এ বার। ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল এবং সিপিএমকে একযোগে আক্রমণ শানিয়ে জঙ্গলমহল থেকে তাঁর ঘোষণা, খুলছে নন্দীগ্রামের 'অপারেশন সূর্যোদয়' ফাইল।

শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও' সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শাসক তৃণমূলের একের পর রাজনৈতিক আক্রমণের তথ্য তিনি তুলে ধরেন বক্তৃতায়। টেনে আনেন ২০২৪ সালে মে মাসে ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুকে মারধরের প্রসঙ্গও।

ঝাড়গ্রামে ভোটগ্রহণের দিন তৃণমূলের হামলার শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন প্রণত। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরাও জখম হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। গড়বেতা হাসপাতালে চিকিৎসার পর পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিজেপির চিকিৎসক-প্রার্থী। শনিবার তার এফআইআর কপি চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু জানতে চাইলেন, ওই মামলায় কত জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বস্তুত, পাল্টা প্রণতের বিরুদ্ধে মহিলার উপর নির্যাতনের অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, '২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের দিন প্রণত টুডুর মাথা ফাটিয়েছিল মনে আছে।' সভায় উপস্থিত প্রণতের দিকে ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওই দিনের এফআইআর কপিটা দেবেন আমাকে। ওই ঘটনায় কতগুলো গ্রেপ্তার হয়েছে দেখব। যারা গ্রেপ্তার হয়নি, তাদের প্রত্যেককে চুলের মুঠি ধরে জেলে ঢোকাব। কেশপুরেও একই ভাবে অত্যাচার করেছে।'

'আন্টি-বেবির মধ্যে ভাব হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের বিক্ষোভের আগে গড়বেতার সভা থেকে ইন্ডি জোটকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। গড়বেতায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একযোগে বাম ও তৃণমূলকে নিশানা করেন তিনি। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে তোপ দাগেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'এখন আন্টি আর বেবির মধ্যে ভাব ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে।'

রামলীলায় আজ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: ভোটার তালিকা সংশোধনে চরম কারচুপি ও সুপরিকল্পিত 'ভোটচুরি'র অভিযোগে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে এবার রাজধানী দিল্লিতে সম্মুখ সমরে নামছে বিরোধী শিবির। রবিবাসরীয় সকালে দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে কংগ্রেসের সলতে পাকানো বিরোধী 'ইন্ডি' জোটের বিশাল মেগা সমাবেশকে কেন্দ্র করে চড়ছে রাজনীতির পারদ। বিরোধীদের এই মেগা শো-ডাউনকে ঘিরে যাতে কোনওভাবেই শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য রামলীলা ময়দান ও তার চারপাশ কার্যত অধরা 'চক্রব্যূহে' মুড়ে ফেলেছে দিল্লি পুলিশ।

আজকের এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে শনিবারই রাজধানীতে পৌঁছে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, অখিলেশ যাদবদের পাশে দেখা যাবে নবগঠিত ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধি অভিজিৎ দীপক এবং ছাত্র সংগঠন 'আইসা'-র সর্বভারতীয় সভানেত্রী নেহা বোরাকে। আয়োজকদের দাবি, রবিবারের এই প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে ময়দানে।

এদিকে বিপুল জনসমাগম এবং দেশের শীর্ষ রাজনীতিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রায় ১২ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত রামলীলা ময়দানে ঢেলে সাজানো হয়েছে সুরক্ষা ব্যবস্থা। পাশাপাশি, দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা রামলীলা ময়দান চত্বরকে ১৪টি আলাদা জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক জন করে এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিককে। পুরো ব্যবস্থার দপ্তরের ডিরেক্টর মনোরমা মোহান্তি বলেন, 'নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এই নিম্নচাপ ওই একই অঞ্চলে আরও শক্তি বাড়াবে।' আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর সংলগ্ন ঘূর্ণাবর্তটির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৫.৮ কিলোমিটার।

মক পার্লামেন্ট

■ **মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের 'জনতার ইমপিচমেন্ট' আয়োজন করে ফেলল ইন্ডি জোট। শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের রাজাজি মার্গের বাড়িতে ওই মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়। যদিও ইন্ডি জোট ওই পুরো ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়াকে মক পার্লামেন্ট বলতে রাজি নয়। পরবর্তীতে ওই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'জন মহাভিযোগ'। খাড়গের পেশ করা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে মোট ৬টি অভিযোগ করা হয়েছে। ১। ভোটচুরির ষড়যন্ত্র। ২। ১৩.২ কোটি ভোটারের নাম বাদ। ৩। সংসদের অনুমোদন ছাড়ে ফর্ম ৬-এ বদল এনেছেন। ৪। ইসিআইনেটের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় কারচুপি।**

বায়ুসেনার নয়া প্রধান আশুতোষ দীক্ষিত

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। শনিবার রেস কোর্স বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রাক্তন প্রধান এপি সিংয়ের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে দায়িত্বভার নেন তিনি। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ), ডিফেন্স স্টাফ সার্ভিস কলেজ (বাংলাদেশ) ও ন্যাশনাল ডিফেন্স কলজের এই প্রাক্তনী ১৯৮৬ সালে যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে বায়ুসেনায় যোগ দেন। মোট সাড়ে ৩ হাজার ঘণ্টার উড়ান-অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। চালিয়েছেন মিরাজ-২০০০, বিভিন্ন ধরনের মিগ, কিরণ, জাগুয়ার, আইএল-৭৮, হক ও তেজসের মতো যুদ্ধবিমান। বায়ুসেনার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন আশুতোষ। অপারেশন সফেদ সাগর, অপারেশন রক্ষক ও অপারেশন সিঁদুরের মতো অভিযানের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

চোখ রাঙাচ্ছে নতুন নিম্নচাপ, পরোক্ষ প্রভাব বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঘূর্ণিঝড়: 'অর্ণব'-এর দাপট এবং তাণ্ডব শেষ হতে না হতেই আবহবিদদের কপালে নতুন করে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হতে চলা এক নতুন নিম্নচাপ। এর জেরে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়েছে নিম্নচাপের সেই ছবি। কোন পথে নিম্নচাপটি অগ্রসর হচ্ছে, তার উপর নজর রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অঞ্চলটি ধীরে ধীরে শক্তি বাড়িয়ে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। এর সঙ্গে থাকা ঘূর্ণাবর্তটির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থান করছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, শুক্রবার এই নিম্নচাপটি দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন এলাকায় ছিল। নিম্নচাপের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে। শনিবার ইসরোর ইনস্যাট-৩ডিএস আবহাওয়া উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপ হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।

ভুবনেশ্বরের আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর মনোরমা মোহান্তি বলেন, 'নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এই নিম্নচাপ ওই একই অঞ্চলে আরও শক্তি বাড়াবে।' আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর সংলগ্ন ঘূর্ণাবর্তটির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৫.৮ কিলোমিটার।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাগরে তৈরি হওয়া নতুন নিম্নচাপের প্রভাব সরাসরি পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না। তবে সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হলে এর প্রভাবে সেই রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু অন্ধ্রপ্রদেশে নয়, ওড়িশাতেও এর প্রভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। মৌসম ভবনের এক কর্তাকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, অর্ণবের মতো ততটা প্রভাব না-ও পড়তে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবারই এই নিম্নচাপ অঞ্চলটি আরও ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। পরবর্তীতে আগামী দু'দিনে আরও শক্তি বাড়িয়ে এটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম অভিমুখে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোবে। অন্যদিকে, বছরের প্রথম ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর অবশিষ্টাংশ বর্তমানে শক্তি হারিয়ে একটি সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চলে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, SISTER ALEX MC, DOB:25/03/1975, resident of Missionaries of Charity, 54A, A.J.C. Bose Road, VTC: Park Street, Poat Office: Park Street, District:Kolkata, State: WB, Pin-700016, do hereby declare that in my Aadhaar No. 548241680800 my name has been inadvertently recorded as Sr. Alex M.C. instead of SISTER ALEX MC. That SISTER ALEX MC and Sr. Alex M.C. is the same and one identical person vide affidavit No. 107/26 sworn before The Notary Public at Alipore on 13.10.2026.

PUBLIC LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to any and all concerned that my Client **Kabita Das** of 2D Quinz Park, P.S. Ballygunge, Kolkata - 700 019, purchased land area 32.75 Dec. comprised L.R. Dag Nos. 1810 & 1833; within Mouza Satyen Gachi, J.L. No. 14; P.S. Bhangar, Dist. South 24 Pgs. From **Biswanath Ghosh** & 7 others through their Power of Attorney Holder Sk. Mohiuddin Ahamed by way of registered Sale Deed no. 2728/06; & POA no. 11 of 2004; Now aforesaid purchaser Kabita Das @ Saha, made application for mutation; of said Land, if any person or concern have any objection against the same advised to contact with me within 7 days from the publication otherwise my Client shall act as per law relating to the same.

Sd/- **Ashis Kumar Sen,** Advocate
City Civil Court, Calcutta,
95/J-4; Basundhara, Kolkata - 700 105
Mob Nos. 8584830116 & 9830469404

CHANGE OF NAME

I, **Smt. Saraswati Kar**, W/o. Sk. Arif, D/o. Dibanath Kar, R/o. Vill Kulipukur, P.O. & P.S. Pandua, Dist. Hooghly-712149, W.B. do hereby declare that as a lawful guardian and mother of my minor child, **Ayush Sekh**, & with full knowledge & consent of his father, **Sk. Arif**, I have changed my minor Son's name from **Ayush Sekh** to **Aayush Kar**, by virtue of Affidavit No. 23588, dated 30.09.2026, duly sworn before the 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court. Henceforth, my son shall be known and identified as **Aayush Kar** instead of his former name **Ayush Sekh** and all his relevant records & other documents shall be corrected & updated accordingly to reflect his changed name. That my son, **Aayush Kar** & **Ayush Sekh**, is the same & one identical person and the change of name shall not affect his identity, parentage or any of his existing rights and entitlements.

PUBLIC LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to any and all concerned that my Client **Kabita Das** of 2D Quinz Park, P.S. Ballygunge, Kolkata - 700 019, purchased land area 36.26 Dec. comprised L.R. Dag Nos. 1831, 1804, 1581, 1835, 1826, 1816, 1817, & 1595; under L.R. Khatian nos. 2484, 2157 150, & 2300; within Mouza Satyen Gachi, J.L. No. 14; P.S. Bhangar, Dist South 24 Pgs. From **Bharat Ghosh** & 8 others through their Power of Attorney Holder Sk. Mohiuddin Ahamed by way of registered Sale Deed no. 4642 /06; Now aforesaid purchaser Kabita Das @ Saha, made application for mutation (Case no. MN/2026/1603/21807; of said Land , if any person or concern have any objection against the same advised to contact with me within 7 days from the publication otherwise my Client shall act as per law relating to the same.

Sd/- **Ashis Kumar Sen,** Advocate
City Civil Court, Calcutta,
95/J-4; Basundhara, Kolkata - 700 105
Mob Nos. 8584830116 & 9830469404

Change of Name

I, **KALAGA NAVEEN KUMAR** S/o **KALAGA HEMA SUNDAR RAM,** R/o Rly. Qtr. No.- L/62, B-1, Unit No- 12, N/S, Ward No. -18, P.O. : Kharagpur, P.S. : Kharagpur (Town), Dist. : Paschim Medinipur, W.B. shall henceforth be known as **KALAGA NAVEEN KUMAR** S/o **K HEMA SUNDARAM** as declared In the Court of the Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No.- 13814 Dated 30/10/ 2026. **KALAGA NAVEEN KUMAR** S/o **KALAGA HEMA SUNDAR RAM** and **KALAGA NAVEEN KUMAR** S/o **K HEMA SUNDARAM** both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **KAMLAL RAJBHAR** S/O Late Manna Rajbhar residing at Anglo India Middle Line No. 8/25, P.O. - R.L.B. Lane, P.S. - Jagaddal, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743194 do hereby declare vide affidavit serial no. 126 dated 29.04.2025 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore that my actual and correct name is KAMLAL RAJBHAR which is recorded in my Aadhaar Card and other documents but inadvertently in my service records at M/S J.J.I. Ltd at Jagaddal, EV No. 923211 and ESI No. 9826374 being P.S. No.WB/12/P-3971 and UAN - 100189354563, my name has been recorded as KANULALL. KAMLAL RAJBHAR and KANULALL i.e. myself am the same and one identical person.

NOTICE

That my client Seema Banthia daughter of Ranjit Mal Lodha residing at Nakhat Niket, 48/34/1, Swiss Park, Kolkata-700033 lost/ misplaced the original Deed No. 177, registered with the Additional Registrar of Assurances in the year 2002 which was in her custody. G.D. Entry lodged at P.S.- Charu Market Police Station vide G.D.E. No. 2097 dated 29.10.2026. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 15 days. Thereafter no claim will be accepted.
INSTA LEGAL SERVICES
Adv.Pranayan Chandra
173,Bangur Avenue,Block-C,
Kolkata-700055 email-instalegalservices@gmail.com. , Phone No. 9874412733

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, Sri Shyamal Gorain, Saikat Banerjee - এর অনুকূলে ১৪/০৪/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত Power of Attorney দলিল নং ১২৬১ মূলে তাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত Power of Attorney-র ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত সম্পত্তির বিবরণ: মৌজা: ঝালদা (Jhalda), J. L. No.: ১৩১ খতিয়ান নং: ১২৭১০, ১২৭১১ ও ১২৭১২, দাগ নং: ২৪০০ ও ২৪০১. উক্ত সম্পত্তির মধ্যে SK Samjed গত ২৩/০৯/২০২৬ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬৫৭ নং বিক্রয় দলিল মূলে মোট ৯.৫০ ডেসিমেল জমি ক্রয় করিয়াছেন। অতএব, উপরোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও ব্যক্তির অভিযোগ বা আইনগত অধিকার থাকিলে, তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে 30 দিনের মধ্যে A.D. S. R. Jhalda ও B. L. & L.R.O. অফিস-এ উপযুক্ত প্রমাণপত্রসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judges Court Purulia.

PUBLIC LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to any and all concerned that my Client **Kabita Das** of 2D Quinz Park, P.S. Ballygunge, Kolkata - 700 019, purchased land area 16.75 Dec. comprised L.R. Dag Nos. 1584 & 1815; under L.R. Khatian nos. 2161, 2162, & 2256; within Mouza Satyen Gachi, J.L. No. 14; P.S. Bhangar, Dist. South 24 Pgs. From **Abdul Ajij Molla** & 4 others through their Power of Attorney Holder Sk. Mohiuddin Ahamed by way of registered Sale Deed no. 2727 /06; Now aforesaid purchaser Kabita Das @ Saha, made application for mutation of said Land, if any person or concern have any objection against the same advised to contact with me within 7 days from the publication otherwise my Client shall act as per law relating to the same.

Sd/- **Ashis Kumar Sen,** Advocate
City Civil Court, Calcutta,
95/J-4; Basundhara, Kolkata - 700 105
Mob Nos. 8584830116 & 9830469404

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সর্দার প্যাটেলের আদর্শে ঐক্যের ডাক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রান ফর ইউনিটি'-তে যোগ রাজ্যপাল রবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার বার্তা তুলে ধরে সরদার বল্লভভাই পটেলের জন্মজয়ন্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করলেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভারতরত্ন সর্দার পটেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্দার পটেলের অসামান্য নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে একটি সার্বভৌম ভারতের ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অনন্য। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, স্বাধীনতার সময় ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ৫৬০-রও বেশি দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সেই কঠিন সময়ে দূরদর্শিতা, দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অদম্য মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে সরদার পটেল তাদের একত্রিত করে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করেছিলেন।

বর্তমান সময়ে দেশের সামনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। তাঁর বক্তব্য, বিভাজনের রাজনীতি, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করার চেষ্টা এবং দেশের ঐক্যকে দুর্বল করার নানা প্রবণতার বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গড়ার ক্ষেত্রে যুবসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করেন রাজ্যপাল। শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতীর সঙ্গে তিনিও এই দৌড়ে অংশ নেন। ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সমৃদ্ধ ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরদার বল্লভভাই পটেলের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

টলিপাড়ায় গিল্ড নির্বাচন শুরু, নজরে স্বচ্ছতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন, মতবিরোধ আর বয়কটের জট কাটিয়ে অবশেষে নতুন নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায়। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই প্রথম এক ছাতার তলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে গিল্ড নির্বাচন। শনিবার, ৩১ অক্টোবর সকাল থেকেই কলকাতার টেকনিশিয়ান স্টুডিও চত্বরে শুরু হয়েছে ২৩টি গিল্ডের ভোটগ্রহণ পর্ব। শনি ও রবিবার, টানা দু'দিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া। মূলত বিভিন্ন গিল্ডের সভাপতি পদে নতুন মুখ তুলে আনাই এই নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য। সমগ্র ভোটপ্রক্রিয়াটি তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী।

বিগত কয়েক বছরে বকেয়া পারিশ্রমিক না পাওয়া থেকে শুরু করে পরিচালক ও কলাকুশলীদের মধ্যে মনকষাকষি, কর্মবিরতি কিংবা বয়কট সংস্কৃতির মতো একাধিক ঘটনায় বারংবার উত্তপ্ত হয়েছে টলিউডের অন্দরমহল। একের পর এক বিতর্কিত ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছিল একাধিক টেকনিশিয়ান সংগঠনের ভূমিকাও। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডাস্ট্রিতে স্বচ্ছতা ফেরানো এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নতুন নেতৃত্ব চয়নের দাবি তুলেছিলেন কলাকুশলীদের একাংশ। মাস দুয়েক আগে মিঠুন চক্রবর্তী সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমেই এই সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেন। তাঁর সেই সক্রিয় উদ্যোগেরই ফসল এই দু'দিনের নির্বাচন। ভোটদান কেন্দ্র ঘিরে যাতে কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য শনিবার সকাল থেকেই টেকনিশিয়ান স্টুডিও চত্বরে পুলিশ ও কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত রাখা হয়। সকাল থেকেই সেখানে উপস্থিত থেকে সমস্ত প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখেন মিঠুন চক্রবর্তী। নির্বাচনের মাধ্যমে টালিগঞ্জের কাজের পরিবেশ পুরোপুরি বদলে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী জানান, 'এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে একটা একনায়কতন্ত্র চলছিল, যার ফলে অনেকেই কাজ করতে পারছিলেন না। তবে এই ভোটের পর পরিস্থিতির নিশ্চিত বদল ঘটবে।' একই সঙ্গে বাংলা সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তার কথা তুলে ধরে জানান, রাজ্য সরকার নতুন ছবির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দিচ্ছে, তাই পরিচালকদের আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে এসে নতুন ছবি বানানো উচিত।

সৃজনশীল প্রযুক্তির ভিভো ভি৮০ উন্মোচিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভিভো ইন্ডিয়া তাদের নতুন প্রিমিয়াম ভি সিরিজ স্মার্টফোন ভিভো ভি৮০ উন্মোচন করেছে। ৪কে সিনেম্যাটিক ভিডিও, জিস-এর সহযোগিতায় তৈরি উন্নত ক্যামেরা ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত সৃজনশীল প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই স্মার্টফোনটি দৈনন্দিন মুহূর্তগুলিকে আরও আকর্ষণীয়ভাবে ক্যামেরাবন্দি করা, ছবি সম্পাদনা করার ক্ষেত্রটি উন্নত করবে। এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে তিনটি বিশেষ রঙের বিন্যাস-সহ ৪কে সিনেম্যাটিক ভিডিও, এতে ৬০এফপিএস-এ ৪কে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সুবিধাও রয়েছে। সর্বোচ্চ ১০০এক্স ডিজিটাল জুমের সুবিধা দেয়। ৯ অক্টোবর থেকে স্মার্টফোনটির প্রি-বুকিং শুরু হয়েছে। ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে এটি অনুমোদিত খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য সাইটে পাওয়া যাবে।

ভোটার তালিকায় আরও নাম বাদ পড়ত, দাবি শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতি যখন উত্তপ্ত, ঠিক তখনই এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে নতুন বিতর্ক উস্কে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে যে এসআইআর হয়েছে, তা আদতে 'অসম্পূর্ণ'। যদি রাজনৈতিক বাধা ও প্রশাসনিক স্তরে নানা প্রতিবন্ধকতা না তৈরি করা হতো, তবে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে আরও বহু ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ চলে যেত। শুধু তাই নয়, দেশজুড়ে বিরোধী জোট 'ইন্ডি'-র পক্ষ থেকে যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি তোলা হচ্ছে, তখন শমীকবাবুর সাফ কথা, বাংলায় এই নির্বাচন কমিশন ও কমিশনারের কাজের ধরন দেখে উল্টে তাঁদের 'পুজো করা উচিত'।

এর পাশাপাশি শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তৎকালীন শাসক দল এবং তাদের মদতপুষ্টদের তরফে ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গে যে এসআইআর হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ। আমি দলের তরফে বলতে চাই, নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।'

একইসঙ্গে রাজ্যের বিজেপি সভাপতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে যেখানে প্রায় ২০-২৫ লক্ষের বেশি ভুয়ো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চিহ্নিত হয়েছে, সেখানে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণে বড়সড় অপারেশন হওয়া উচিত ছিল। আর এখানেই বিজেপির রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, 'আজ যদি এসআইআরে আমাদের কর্মীদের বাধা না দেওয়া হত, বিডিও অফিসের উপর আক্রমণ না হত, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অধিকার কেড়ে না নেওয়া

হত এবং তাঁদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য না করা হত তাহলে ভোটার তালিকা থেকে আরও অনেক নাম বাদ যেত। আশাকর্মীর স্বামীর উপর গুলি চালানো হয়েছে, বিজেপির বিএলএ টু-এর কাছ থেকে ফর্ম ছিনিয়ে নিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো না হলে বোঝা যেত প্রকৃত চিত্রটা কী।' আর এই প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, এই সমস্ত বাধা ও সন্ত্রাসের পরিবেশের কারণেই বর্তমান এসআইআর প্রক্রিয়াটি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

অন্যদিকে, দেশজুড়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের তীব্র আন্দোলন ও বিক্ষোভ চলছে। কংগ্রেস, তৃণমূল সহ 'ইন্ডি' জোটের দলগুলির এই অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। ইসিআই -এর শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে বিরোধীদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'আবার অনেকে আন্দোলন করছেন জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে। কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন? বাংলায় তো তাঁর পুজো হওয়া উচিত, পুজো! গত ৭০ বছরে এই ধরনের নির্বাচন বাংলা দেখেনি; রক্তপাতহীন নির্বাচন, সংঘর্ষহীন নির্বাচন উপহার দেওয়া হয়েছে।' তাঁর মতে, নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি ও সঠিক পদক্ষেপের ফলেই বাংলায় হিংসামুক্ত ভোট করানো সম্ভব হয়েছে, অথচ রাজনৈতিক স্বার্থে কমিশনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

লোনের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় আত্মঘাতী ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেসরকারি উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্কের ব্যারাকপুর শাখা থেকে ব্যবসার জন্য লোন নিয়েছিলেন জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অবন্তীপুর মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা ৫৫ বছরের অনিল রায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসায়ী অনিল রায় কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তথাপি ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়কারী এক যুবক লোনের কিস্তির টাকা পরিশোধ করার জন্য অনিল বাবুর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল বলে অভিযোগ। মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শনিবার সকালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। জগদ্দল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঋণ আদায়কারী এজেন্টের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন মৃতের পরিবার এবং পড়শিরা। মৃতের স্ত্রী অসীমা রায় জানান, উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর স্বামী ব্যবসার জন্য দু'দফায় ৭৫ হাজার এবং ৬০ হাজার টানা লোন নিয়েছিলেন। প্রতিমাসেই তাঁর স্বামী লোনের কিস্তি পরিশোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনমাস ধরে তাঁর স্বামী অসুস্থ ছিলেন। সেইজন্য অক্টোবর মাসের কিস্তির টাকা তাঁর স্বামী দিতে পারছিলেন না। অসীমা দেবীর অভিযোগ, শুক্রবার ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়কারী এজেন্ট এসে তাঁর স্বামীকে কিস্তির টাকা মেটানোর জন্য খুব চাপ দিয়েছিল। এমনকী টানা দশ দিন ধরে ঋণ আদায়কারী এজেন্ট তাঁর স্বামীকে মানসিক নির্যাতন করেছে। অসীমা দেবীর দাবি, ওই ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়কারী এজেন্টের চাপেই তাঁর স্বামী আত্মঘাতী হয়েছেন। অপরদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতা বাপ্পা ভট্টাচার্য বলেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা। উজ্জীবন স্মল

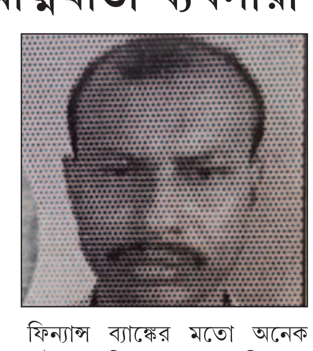

ফিন্যান্স ব্যাঙ্কের মতো অনেক মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলো বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের চড়া সুদে লোন দিয়ে কিস্তির টাকা আদায় করে থাকে।

বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পরিধি, প্রশাসনিক ব্যাপ্তিতে ছোট পড়ছে লালবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৩ বছর পর ফের লালবাড়ি অর্থাৎ ঐতিহাসিক মহাকরণে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কাজকর্ম ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল মে মাসে সরকার বদলের পরই। কিন্তু সংস্কার কাজের চূড়ান্ত পর্ব খতিয়ে দেখার পর প্রশাসনের অন্দরমহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। প্রশ্ন উঠেছে, শেষ পর্যন্ত কি কেবল 'প্রতীকী সচিবালয়' হিসেবেই থেকে যাবে ঐতিহ্যের রাইটার্স বিল্ডিং।

দীর্ঘ ১৩ বছর আগে, ২০১৩ সালে সংস্কারের প্রয়োজনে রাজ্য সচিবালয় স্থানান্তরিত হয়েছিল গঙ্গার ওপারে নবান্নে। নতুন সরকারের নির্দেশে প্রথম পর্যায় হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী-সহ মোট ৬ জন মন্ত্রীর জন্য দ্রুত ঘর সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাজ্য পূর্ত দপ্তর। তবে কাজের অগ্রগতি বাড়তেই উঠে এসেছে একের পর এক বাস্তব পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা।

পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা কাজ এগোতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন, গত দেড় দশকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আজকের বিশাল প্রশাসনিক কাঠামোকে পুনরায় পুরনো মহাকরণের চার দেওয়ালে সামাল দেওয়া কার্যত অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক জানান, 'বিগত ১৩ বছরে সরকারের কর্মপরিসর যেভাবে বেড়েছে, তাতে সব দপ্তর তো দূরে থাক, এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর পুরো দপ্তরকে মহাকরণে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব নয়।' এদিকে দুর্গাপুজো ও মহালয়ার সময়সীমা মাথায় রেখে পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর জন্য নতুন কক্ষ প্রস্তুত করেছে। এই তালিকায় রয়েছেন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের মতো হেভিওয়েট মন্ত্রীরা। তবে এখনও কোনও মন্ত্রী সেখানে নিয়মিত বসতে শুরু করেননি। এই পর্যায়ে বাকি মন্ত্রী ও শীর্ষ আমলাদের কাজের পরিসর তৈরি করতে গিয়ে আধিকারিকরা দেখেছেন, মহাকরণে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। বিষয়টি ইতিমধ্যে পূর্তমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে। বর্তমানে নবান্নের ১৪ তলা জুড়ে রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অফিস রয়েছে, যা পুরনো মহাকরণে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। এছাড়াও নব মহাকরণের সবক'টি তল জুড়ে থাকা শ্রম, বিদ্যুৎ, আবাসন, ক্রীড়া ও সমবায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিও নতুন করে মহাকরণে আনা সম্ভব নয়।

মন্ত্রীদের পাশাপাশি মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির

মহাকরণ বনাম নবান্ন

জন্যও আলাদা কক্ষের বন্দোবস্ত দ্রুত শেষ করা হয়েছে। কারণ, মহাকরণে স্থান সংকটের চিত্রটি বেশ প্রকট। ডিজি-র বৈঠকের জন্য একটি কনফারেন্স রুম করা গেলেও জায়গা না থাকায় মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব কিংবা স্বরাষ্ট্রসচিবের পৃথক কোনও কনফারেন্স বা মিটিং রুমের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে আবার নবান্নের ১৪ তলা জুড়ে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত অতি-গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চলছে, সেগুলি মহাকরণে পুনর্বাসিত করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, নব মহাকরণের পুরো ভবন জুড়ে বিস্তৃত শ্রম, বিদ্যুৎ, আবাসন, ক্রীড়া ও সমবায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোকেও নতুন করে ঐতিহ্যবাহী মহাকরণে ফিরিয়ে আনা প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত ভাবে অসম্ভব। এর পাশাপাশি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত এবং পুর ও নগরোন্নয়নের মতো মেগা-দপ্তরগুলি এখন সল্টলেক ও নিউটাউনে সুবিশাল স্থান নিয়ে মসৃণভাবে কাজ চালাচ্ছে। এই সমস্ত বিশাল পরিকাঠামো মহাকরণের সীমাবদ্ধ জায়গায় আঁটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলে মনে করছেন আমলারা।

আর সেই কারণেই পরিকাঠামোগত এই সীমাবদ্ধতার মুখে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের শীর্ষস্তর মহাকরণকে কেবল 'প্রতীকী সচিবালয়' হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, কাজের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিবেশ না থাকলে পুরো সচিবালয় ফেরানোর সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার জানান, 'সরকার যেভাবে নির্দেশ দেবে, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করব। মহালয়ার মধ্যে ছ'জন মন্ত্রীর বসার বন্দোবস্ত করতে বলা হয়েছিল, আমরা মন্ত্রীদের পাশাপাশি মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজির ঘর প্রস্তুত করেছি। মুখ্যমন্ত্রী বসা শুরু করলেই বাকি মন্ত্রীরাও বসবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় নিয়ে স্থায়ী ভাবে কাজ করার পরিকাঠামো মহাকরণে এখনও প্রস্তুত নয়। পুরো সচিবালয় আদৌ স্থানান্তরিত হবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ এখনও আসেনি।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ নভেম্বর ২০২৬, ১৪ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার

চিঠি-ইমেলে নয়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে গতি আনতে মাসে একবার দিল্লি যাবেন সচিবরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ফাইল আর শুধু চিঠি বা ই-মেলের আদানপ্রদানে আটকে রাখতে চায় না রাজ্য সরকার। প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক জট দ্রুত কাটাতে এবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবদের প্রতি মাসে অন্তত এক বার দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সমন্বয় বাড়িয়ে প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন, প্রযুক্তিগত ছাড়পত্র কিংবা অর্থ বরাদ্দের জটিলতায় একাধিক প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। কোথাও ফাইল মন্ত্রকে পড়ে রয়েছে, কোথাও আবার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের অভাবে পরবর্তী ধাপে এগোতে পারছে না কাজ। এই পরিস্থিতিতে শুধু লিখিত যোগাযোগের উপর নির্ভর না করে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চায় রাজ্য।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি দপ্তরের সচিবকে প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি রিপোর্ট নিয়ে মাসে অন্তত একবার দিল্লি যেতে হবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, অনুমোদন বা অর্থ বরাদ্দে কোথায় জট তৈরি হয়েছে, প্রযুক্তিগত বাধা কী এবং কীভাবে দ্রুত তা কাটানো সম্ভব, সেই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজন হলে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতিও পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তার বক্তব্য, অতীতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বিলম্বের জন্য কেন্দ্রের অসহযোগিতার অভিযোগ উঠলেও বর্তমান সরকার কেন্দ্র-রাজ্যের প্রশাসনিক সমন্বয়ের উপরই জোর দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বা কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত যে কোনও বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। শুধু চিঠি পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যাবে না, প্রয়োজনে দিল্লিতে গিয়ে মুখোমুখি বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়তে পারে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অনুমোদন বা আর্থিক ছাড়পত্রের অপেক্ষায় থাকা প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক প্রশাসনিক জট কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এখন দেখার, সচিবদের নিয়মিত দিল্লি সফরের এই নতুন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে কতটা গতি আনতে পারে।

কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই, পুনরুজ্জীবনের আগে একাধিক কঠিন শর্তের কথা মনে করাল সেবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একসময় দেশের আর্থিক বাজারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কার্যত বন্ধ হয়ে থাকা সেই প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করার সম্ভাবনা আপাতত অনিশ্চিত বলেই ইঙ্গিত দিলেন সেবির চেয়ারম্যান তুহিন কান্ত পাণ্ডে। শনিবার কলকাতায় ভারত চেম্বার অফ কমার্সের এক অনুষ্ঠানের পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সিএসই-র সামনে এখনও একাধিক কঠোর নিয়ন্ত্রক শর্ত পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেগুলি পূরণ করতে পারলেই কেবল ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা সম্ভব।

তুহিন কান্ত পাণ্ডে জানান, ২০০৪ সালে স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ডিমিউচুয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০০৫ সালে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন গঠন-সহ একাধিক শর্ত পূরণ করতে না পারায় পরবর্তী সময়ে সেবির ছাড় চাইলেও তা স্থায়ী সমাধান হয়ে ওঠেনি। ২০১৩-১৪ সাল থেকে কার্যত সিএসই-র ট্রেডিং বন্ধ হয়ে যায়। বার্ষিক লেনদেন নেমে আসে মাত্র ৯০ কোটি টাকায়, যেখানে ন্যূনতম প্রয়োজন ছিল এক হাজার কোটি টাকা।

সেবি চেয়ারম্যান জানান, কলকাতা হাইকোর্ট ২০২৪ সালে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণের জন্য সময় দিলেও পরে সিএসই ২০২৫ সালে স্বেচ্ছা প্রস্থানের আবেদন করে। বর্তমানে সংস্থার বকেয়া দায় মেটানো, ব্রোকারদের পাওনা পরিশোধ এবং অন্যান্য আর্থিক দায় নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলছে। জমি বিক্রির অনুমতিও নির্দিষ্ট শর্তে দেওয়া হয়েছে, যাতে সেই অর্থ এসক্রো অ্যাকাউন্টে রেখে দায় মেটানো যায়।

পুনরায় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে কাজ শুরু করতে গেলে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন তুহিন কান্ত পাণ্ডে। তাঁর কথায়, কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার নেট ওয়ার্থ, বছরে এক হাজার কোটি টাকার লেনদেন, অত্যাধুনিক অনলাইন ট্রেডিং ব্যবস্থা, সাইবার নিরাপত্তা, নজরদারি পরিকাঠামো, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন, দেশজুড়ে ট্রেডিং সদস্যদের নেটওয়ার্ক-সহ বাজার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বাজারে এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তবে সেবির নিয়ম কোনও নতুন স্টক এক্সচেঞ্জ গঠনের পথ বন্ধ করে না বলেও জানান চেয়ারম্যান। তাঁর বক্তব্য, নির্ধারিত সমস্ত শর্ত পূরণ করতে পারলে যে কোনও সংস্থাই আবেদন করতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িকভাবে তা কতটা বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের পরে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্তব্য করেন সেবি চেয়ারম্যান। তিনি জানান, ডেরিভেটিভস বাজারে এক্সপায়ারি-সংক্রান্ত নিষ্পত্তির পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবার থেকে ট্রেডিং চলবে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। তার পরে নগদ বাজারের জন্য অতিরিক্ত ১০ মিনিটের বিশেষ সেশন থাকবে। পাশাপাশি নিষ্পত্তি মূল্য নির্ধারণেও পুরনো ভলিউম ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রাইস (ভিডব্লিউএপি) পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া হচ্ছে।

বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (এফপিআই) প্রসঙ্গে তুহিন কান্ত পাণ্ডে বলেন, এই ধরনের বিনিয়োগকারীরা বিশ্ববাজারের রিটার্ন, মুদ্রার ওঠানামা, সুদের হার এবং বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেন। তাই তাঁদের আকৃষ্ট করতে সেবির মূল লক্ষ্য হল ভারতে বিনিয়োগের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে অনবোর্ডিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক বিধি সহজ করার জন্য শীঘ্রই নতুন পরামর্শপত্র আনা হবে বলেও জানান তিনি।

দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ কর (এলটিসিজি) কমানোর দাবির প্রসঙ্গে অবশ্য মন্তব্য করতে চাননি সেবি চেয়ারম্যান। তাঁর কথায়, এটি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত বিষয়। খুচরো বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশেও সতর্কবার্তা দেন তুহিন কান্ত পাণ্ডে। তিনি স্পষ্ট বলেন, সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো শেয়ার টিপস বা তথাকথিত 'ইনফ্লুয়েন্সার'-দের পরামর্শে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। বরং সেবি অনুমোদিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা বা মিউচুয়াল ফান্ড পরিবেশকদের পরামর্শ নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তাঁর কথায়, অন্য কেউ বিনিয়োগ করছে বলে নয়, নিজে বুঝে তবেই বিনিয়োগ করুন।

মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যে অভিষেককে বুঝিয়ে দেব: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কখনও পুলিশ অফিসারদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, আবার কখনও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রী অর্জুন সিং। শুক্রবার রাতে বীজপুর থানার তরফে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং অভিষেককে নিশানা করে বলেন, উনি দু'বছর বাদে বুঝিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দিলে অভিষেককে তিনি দু'ঘণ্টার মধ্যে বুঝিয়ে দেব। তাঁর অভিযোগ, ব্যবসায় বিনিয়োগ ছাড়াই অভিষেক হাজার হাজার কোটি টাকা উপার্জন করেছে। ব্যবসায় বিনিয়োগ ছাড়াই এত বিপুল

পরিমাণ অর্থ কিভাবে অভিষেক উপার্জন করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, উপার্জনের বহর দেখে মনে হচ্ছে বড় বড় শিল্পপতি আদানি ও আম্বানি ওর কাছে হার মানাবে। মন্ত্রীর অভিযোগ, অভিষেক ব্যানার্জি ১৮০ জনের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ করেছেন। সেই গ্রুপের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধি নজরদারি করা হচ্ছে। মন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, ওই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে কারা আছেন, তা জানতে অভিষেককে গ্রেপ্তার করে তদন্ত করা দরকার। উক্ত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, ছোটরা গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। গুরুজনরা তাদের আশীর্বাদ দেবেন। এটাই তো বাংলার সংস্কৃতি। সুদীপ্তের কথায়, এখন পাড়ায় পাড়ায় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। নিজের দল ছাড়াও ক্লাব-প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি থানায় বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে। সেখানে সমাজের বিশিষ্ট মানুষজনকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজয়া সম্মিলনীর হিড়িক দেখে মনে হচ্ছে বাংলায় ফের পুরনো সংস্কৃতি ফিরে আসছে।

শিয়ালদহে পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আচমকা হানা, ফেলা হল নিম্নমানের খাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: পুজোর মরশুমের পরও ভেজাল ও নিম্নমানের খাবারের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসভার অভিযানে কোনো ঢিলেমি নেই। শহরের সাধারণ মানুষের পাতের খাবার কতটা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর, তা খতিয়ে দেখতে শনিবার সাতসকালে শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে আচমকা হানা দিল কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের ফুড সেফটি উইং। ফুটপাথ থেকে শুরু করে ফ্লাইওভারের তলার খাবারের দোকান বাদ পড়েনি কিছুই। এমনকী নেটদুনিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় 'রাজুদার পকেট পরোটা'র দোকানেও পৌঁছে যান পুর-আধিকারিকরা।

শনিবার সকালে শিয়ালদহ চত্বরে পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা অফিসারদের একটি প্রতিনিধি দল একে একে একাধিক খাবারের দোকানে গিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। কেন্দ্র সরকার ও এফএসএসএআই-এর নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়।

পুরসভা সূত্রে খবর, এদিনের অভিযানে প্রধান নজর ছিল খাবারের গুণগত মান ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর। যেখানে খাবার তৈরি এবং মশলায় কোনরকম ক্ষতিকর রাসায়নিক কিংবা বিষাক্ত কৃত্রিম রং মেশানো হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করতে বিভিন্ন মশলার রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি দোকানে প্রস্তুত গরম সিঙ্গাড়া, ঘুগনি সহ একাধিক খাবার সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গেই গুণগত মান যাচাই করেন আধিকারিকরা। এরপরই যে সব দোকানে প্রস্তুত করা খাবার বা মশলার মান ভোজ্য ও নিরাপদ বলে মনে হয়নি, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নর্দমায় ফেলে নষ্ট করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, খাবার তৈরি ও পরিবেশনের সময় দোকানিরা সেফটি ক্যাপ, গ্লাভস এবং সঠিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখছেন কি না, সে বিষয়ে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, শহরের রেস্তোরাঁ ও পথচলতি খাবারের দোকানে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বেশ কিছুদিন ধরেই কঠোর অবস্থান নিয়েছে পুরসভা। দুর্গাপুজোর আগের অভিযানগুলিতে অনিয়ম ধরা পড়ায় একাধিক নামকরা রেস্তোরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছিল এবং বেশ কিছু দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই শিয়ালদহ স্টেশনের মতো জনবহুল এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রে বহুল চর্চিত শিয়ালদহের 'রাজুদার পকেট পরোটা'র দোকানেও ফুড সেফটি বিভাগের প্রতিনিধিরা তল্লাশি চালান। এদিকে এদিনের এই অভিযান প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক জানান, শহরের মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না। স্টেশন, বাজার ও জনবহুল এলাকাগুলিতে এই ধরনের সারপ্রাইজ ভিজিট বা আচমকা তল্লাশি অভিযান আগামী দিনেও সমানভাবে জারি থাকবে।

এসএসসির 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের ফলপ্রকাশের সম্ভাবনা আগামী সপ্তাহেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ বেকার চাকরিপ্রার্থীর জন্য স্বস্তির খবর! দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কালীপুজোর আগেই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে চলেছে রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। সবকিছু ঠিকঠাক এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আগামী সপ্তাহের শেষেই চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সরকারি পোর্টালে এই ফল প্রকাশ করা হতে পারে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশাল নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার বিষয়ে রাজ্য সরকার নজিরবিহীন তৎপরতা দেখাচ্ছে। সম্প্রতি নবান্নে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কমিশনের কর্তাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। ওই বৈঠকে ফল প্রকাশের সূচি চূড়ান্ত করার পাশাপাশি ফলাফল প্রকাশের পরপরই কীভাবে নথি যাচাইকরণ এবং ইন্টারভিউ পর্ব তড়িঘড়ি সম্পন্ন করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য রেজাল্ট প্রকাশের পরপরই অত্যন্ত দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করা, যাতে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা দ্রুত নিয়োগপত্র হাতে পান।'

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মার্চ মাসে রাজ্যজুড়ে একযোগে ও কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুটি বিভাগ মিলিয়ে মোট ৮,৪৭৭টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। যার মধ্যে গ্রুপ সি পদে ২, ৯৮৯ জন এবং গ্রুপ ডি পদে ৫,৪৮৮ জন নিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। তবে শূন্যপদের সংখ্যার তুলনায় আবেদনের বহর ছিল নজরকাড়া। এই দুই পদে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৬ লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী, যা সাম্প্রতিক সময়ের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

মা উড়ালপুলে বেপরোয়া গতির জেরে পথদুর্ঘটনা, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকালে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল তিলোত্তমা। বেপরোয়া গতির বলি হয়ে ফের বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল কলকাতার ব্যস্ততম মা উড়ালপুলে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তোপসিয়ার হিন্দু কবরস্থানের কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি দ্রুতগতির গাড়ির। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চালক সহ কমপক্ষে চারজন যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন, যার মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি কালো রঙের গাড়ি পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের দিক থেকে বাইপাসের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটির গতি এতটাই বেশি ছিল যে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং সজোরে রাঙ্গা স্তার মাঝখানের ডিভাইডার টপকে উল্টো দিকের লেনে ঢুকে পড়ে। সেই মুহূর্তে বাইপাসের দিক থেকে সেভেন পয়েন্টের দিকে আসা অপর একটি গাড়ির সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

সংঘর্ষটি এতটাই তীব্র ছিল যে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িটির ডান দিকটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। অন্যদিকে, ধাক্কার চোটে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া একটি গাড়ির চাকা পর্যন্ত খুলে ছিটকে দূরে চলে যায়। আকস্মিক এই ধাক্কায় গাড়ি দুটির ভেতরে থাকা দুটি এয়ারব্যাগই সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়, যা যাত্রীদের বড় ধরনের প্রাণহানির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় তোপসিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখমদের মধ্যে একজনকে এসএসকেএম হাসপাতালে এবং অন্য আহতদের আরেকটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক শিশুও চিকিৎসাধীন রয়েছে। এদিকে, কালো গাড়িটির চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুরো দুর্ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও আসল কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে দেখছে তোপসিয়া থানার তদন্তকারীরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে এরপর ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এর মধ্যে সাময়িকভাবে ওই রুটে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়।

শীতের শুরুতে বিপজ্জনক হারে বাড়ছে বায়ুদূষণ, হাঁপানি-হৃদরোগের আশঙ্কায় চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের আমেজ শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে থাবা বসানোর আগেই ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। উদযাপনের মরশুমে কালীপুজোর প্রাক্কালে শহরবাসীর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিষ বাতাস। দূষণের গ্রাসে কেবল রাজধানী দিল্লিই নয়, কলকাতার বাতাসের গুণমানও আশঙ্কাজনক হারে নিম্নগামী। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সাম্প্রতিক তথ্যে উঠে এসেছে এই আশঙ্কাজনক চিত্র। কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাতাসে ভাসমান ক্ষতিকর ধূলিকণা অর্থাৎ পিএম ১০ এবং পিএম ২.৫ ইতিমধ্যেই নিরাপদ মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাসে কার্বন ও নানাবিধ রাসায়নিক মিশ্রিত ধূলিকণাই হল এই পারটিকুলেট ম্যাটার। সাধারণ নিয়মে, প্রতি ঘনমিটার বাতাসে পিএম ১০ ও পিএম ২.৫-এর দৈনিক সহনশীল মাত্রা যথাক্রমে ১০০ ও ৬০ মাইক্রোগ্রাম। কিন্তু মহানগরীর একাধিক অঞ্চলে এই মাত্রা বহু গুণ বেড়ে বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। চিকিৎসকরা বলছেন, অতিসূদ কণা হওয়ায় পিএম ২.৫ শ্বাসের মাধ্যমে অতি সহজেই শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুস, হৃদযন্ত্র এমনকী মস্তিষ্কেও সংবাহিত হয়। এর ফলে হাঁপানি, সিওপিডি-সহ নানা ধরনের জটিল শ্বাসকষ্টজনিত রোগ মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্ট অনুযায়ী, এ শহরের বায়ুদূষণের জন্য শুধুমাত্র যানবাহনের কালো ধোঁয়াই দায়ী নয়, অন্যতম প্রধান কারণ হল অনিয়ন্ত্রিত ধুলো। শুষ্ক বাতাসে যানবাহনের চাকার ঘর্ষণে ও চলাচলে রাস্তার ধুলো অতি সহজেই বাতাসে মিশে যাচ্ছে। শীতের এই সময়ে এবং বিশেষ করে আসন্ন কালীপুজো ও দীপাবলিতে বাজির ধোঁয়া এর সঙ্গে যুক্ত হলে বায়ুর মান 'খারাপ' থেকে 'অত্যধিক খারাপ' পর্যায়ে নেমে আসবে। ফলে হাঁপানি, চোখের সংক্রমণ ও হৃদরোগের সমস্যা হু-হু করে বৃদ্ধি পাবে।

আর সেই কারণেই দূষিত বাতাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা নগরবাসীকে সতর্ক থাকার এবং

নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তার মধ্যে রয়েছে, বাইরে বেরোনোর আগে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিজের এলাকার 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' দেখে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সকালে বাতাসে ধুলো ও বিষাক্ত কণার মাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই প্রাতর্ভ্রমণ বা শরীরচর্চার অভ্যাস থাকলে সকালে বের না হয়ে বিকেলের দিকে হাঁটুন, অথবা ঘরের ভেতরেই প্রয়োজনীয় ব্যায়াম সেরে নিন। একইসঙ্গে পরমার্শ দেওয়া হচ্ছে, ঘর থেকে বেরোলে অবশ্যই একটি ভালো মানের এন-৯৫ মাস্ক পরার। এটি শুধু সংক্রমণ রোধেই নয়, বিষাক্ত ধোঁয়া ও সূদ ধূলিকণা থেকেও ফুসফুসকে রক্ষা করে। সকালের দিকে অফিসে যাওয়ার সময় কিংবা খুদেদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা দরকার।

শুধু তাই নয়, যে সমস্ত জায়গায় বহুতল বা রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে, সেই সব এলাকা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই অঞ্চলগুলিতে বাতাসে ধুলো ও কার্বনের মাত্রা সর্বোচ্চ থাকে, যা সরাসরি ফুসফুসের ক্ষতি করে। একান্তই যাতায়াত করতে হলে মাস্ক ছাড়া ওই পথ অতিক্রম করবেন না।

আর যাঁদের আগে থেকেই হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের ইতিহাস রয়েছে, তাঁরা যেন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো প্রেসক্রাইব করা ইনহেলার ও ওষুধ সর্বদা সঙ্গে রাখেন। আর কোনও অবস্থাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধের মাত্রা পরিবর্তন করা চলবে না। আর বাতাসে এমনিতে দূষিত কণা বেশি, তার ওপর ধূমপান করলে ফুসফুসে তার দ্বিগুণ মারাত্মক প্রভাব পড়ে। বিশেষত যাঁদের শুকনো কাশি বা অ্যালার্জির প্রবণতা রয়েছে, এই সময়ে ধূমপানের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনাই শ্রেয়।

এরপর বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই প্রথম কাজ হল হাত, মুখ ও চোখ ভালো করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া। নাকে-মুখে জমে থাকা ধূলিকণা যাতে ফুসফুসে প্রবেশ না করতে পারে, তার জন্য স্যালাইন ওয়াটার বা পরিষ্কার জল দিয়ে নাক পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো।

পাশাপাশি এ পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে যে, বাইরের বাতাসের পাশাপাশি ঘরের ভেতরের বাতাসও রান্নার ধোঁয়া, ধূপবাতি বা মশার কয়েলের ধোঁয়ায় দূষিত হয়। সেক্ষেত্রে ঘরের আকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী উপযুক্ত এবং বেশি শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। আর এয়ার পিউরিফায়ার বা হিউমিডিফায়ার কেনা সম্ভব না হলে প্রকৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ঘরে মানিপ্ল্যান্ট, ইংলিশ আইভি, স্প্যাথিফাইলাম বা পিস লিলি, ফ্ল্যামিংগো লিলি ও বাটারফ্লাই পাম-এর মতো গাছ লাগান। এই গাছগুলি বাতাস থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড ও বিষাক্ত উপাদান ছেঁকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ অক্সিজেন যোগাতে সক্ষম।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার নেতৃত্বে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর গেট থেকে দৌড় ও প্যারেড আয়োজিত হয়। ছবি: অদিতি সাহা

EKDIN 01.11.2026 PAGE 4_Layout 1 10/31/2026 10:12 PM Page 1

সম্পাদকীয়

ইন্দ্রনীল ধরা পড়তেই তৃণমূলের অন্দরে কেন এত ‘বিস্ফোরণ’?

একদা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের লোক বলে দল ও সরকারে পরিচিত ও দাপুটে মুখ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন আপাতত পুলিশ হেফাজতে। একাধিক প্রতারণা ও আর্থিক অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও এই পরিস্থিতিতে তিনি একবারও নিজের পক্ষ নিয়ে কোনও কথা বলেননি বা সাফাই দেননি। তবে তিনি মুখ না খুললেও তাঁকে নিয়ে কিন্তু ঝড় ওঠে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসারে। তিনি ধরা পড়তেই একের পর এক নেতা, সাংসদ, মন্ত্রীরা মুখ খুলতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে। উঠে আসছে একের পর এক কেলেঙ্কারির সব বিস্ফোরক তথ্য। ফলে পূর্বতন সরকারে তাঁর ভূমিকা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে দলের ভিতর থেকেই যেভাবে একের পর এক অভিযোগ আসছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে তার ভূমিকা যথেষ্ট গোলমেলে ছিল। সহজ করে বললে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে ঢাল করে একের পর আর্থিক দুর্নীতি বহাল তবিয়তে চালিয়ে গিয়েছিলেন এই ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর দুর্নীতির কুকীর্তির সঙ্গেই উঠে আসছে প্রশাসনের অন্দরে কী পরিমাণ দাপট ছিল তাঁর! তাঁর দাপটে একাধিক দফতরে কারও ট্যাঁফু করার হিম্মত ছিল না। এখন তৃণমূলের অনেকেই তাঁকে নিশানা করছেন। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদাররাও সরব হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। অথচ মজার কথা, এতদিন তারা সকলে একসঙ্গেই কাজ করেছেন, দল করেছেন, একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন! তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, তখন তাঁরা কিছুই জানতেন না? যদি না জেনে থাকেন, তাহলে এখন হঠাৎ সব জেনে গেলেনইবা কীভাবে? এসব প্রশ্নগুলো কিন্তু জনমানসে উঠছে। অথচ তারা যে সব ঘটনা বা যেসব কথা বলছেন, সে সবই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন সময়ের কথা। এখন প্রশ্ন হল, তখন কেন বলেননি? আর এখন কেন বলছেন? মন্ত্রী হিসেবে তিনি যে এত দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তারা কি সেটা একবারও দলের মধ্যে জানিয়েছিলেন? কেন? তাহলে তো আমরা ধরে নেবো যে তারাও এই সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? এই দুর্নীতির ভাগীদার?

শব্দছক ২৯৯

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. অকারণ ৩. ব্রাহ্মণ ৫. নিমিত্ত ৬. পান্ন-গোত্রীয় অমূল্য রত্ন ৮. প্রথম বর্ণ-হীন নিরালা ১০. দম্ভ ১২. অরণ্যক্ষেত্র ১৪. যে আপন নয় ১৫. সূর্য ১৬. জেলখানা ১৮. খনি-অভ্যন্তরে ১৯. গাধার স্ত্রী প্রজাতি ২০. তেলের মতো মসৃণ ২২. ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ২৩. উলঙ্গ ২৪. সমাধান

ওপর-নিচ: ১. ভিন্ন ২. ওল কচু মান-এর দ্বিতীয় আনাজটি ৪. বহির্গমন বা প্রত্যুত্তর ৭. নিষ্পাপ ও অপরাধহীনতা ৮. রাতে বা এমতো সময়ে ৯. রক্তবর্ণ ১১. পীরের কবর ১৩. মৃত্যুর পরে পাপীদের আহ্বান স্থল ১৬. ভাষান্তরে কাকের পরিচয় ১৭. জিহ্বা ১৮. নিজের ২১. লম্ফ ২২. কানে শোনে না যে

সমাধান ২৯৮ — পাশাপাশি: ১. বেলা ৩. আপোষ ৬. তমাল ৮. কালা ৯. কর্দম ১০. হুতম ১২. চোখ ১৩. জড়োয়া ১৪. হানিকর ১৬. হুলুম ১৮. গাড়ি ১৯. মরাল ২১. বাসন ২২. তস্য

ওপর-নিচ: ১. বেতন ২. লামা ৪. পোষাক ৫. ভোলা ৭. লজ্জিত ৮. কামচোর ১০. হুড়োহুড়ি ১১. মহামহিম ১৫. কদম ১৭. আলস্য ১৮. গাধা ২০ রাত

আজকের দিন

■ **১৮৫৮** — লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এর মাধ্যমে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজপরিবারের হাতে চলে যায়।

■ **১৯৫০** — ভারতের প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস নামকরণ করা হয়।

জন্মদিন

ঐশ্বর্য রাই

১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবিএ গনিখান চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৭৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাইয়ের জন্মদিন।*

১৯৭৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিভিএস লক্ষ্মণের জন্মদিন।*

প্রথম কলকাতা বইমেলা থেকে বর্তমান আন্তর্জাতিক বিবর্তন

(কলকাতা আন্তর্জাতিক গৌরবময় বইমেলার ৫০ বছর বা সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ)

বেবি চক্রবর্তী

বইমেলা মানে কি শুধু বই কেনাবেচার উৎসব? কলকাতার ক্ষেত্রে উত্তরটি নিঃসন্দেহে;না। কলকাতা বইমেলা আসলে একটি শহরের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দীর্ঘ সাংস্কৃতিক আখ্যান। এখানে বই যেমন পণ্য, তেমনই বই একটি স্মৃতি, একটি সম্পর্ক, একটি মতাদর্শ, একটি স্বপ্ন এবং কখনও কখনও প্রতিবাদের ভাষা। কয়েক দশক ধরে কলকাতার শীতের দিনগুলিতে বইমেলা যেন শহরের নাগরিক জীবনের এক অনিবার্য বার্ষিক অধ্যায় হয়ে উঠেছে।

প্রথম দিকের ছোট পরিসরের বইমেলা থেকে আজকের বিশাল আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা;এই যাত্রাপথে বদলেছে কলকাতা, বদলেছে পাঠকের রুচি, প্রকাশনার প্রযুক্তি, বই বিক্রির পদ্ধতি এবং মেলার পরিকাঠামো। কিন্তু বদলায়নি বইকে ঘিরে মানুষের আবেগ। বরং সময়ের সঙ্গে সেই আবেগ নতুন নতুন রূপ পেয়েছে।

কলকাতার বইমেলার প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের সূচনা ১৯৭০-এর দশকে। প্রকাশক ও বিক্রেতা গিল্ড -এর উদ্যোগে কলকাতায় বইমেলার যে ধারার সূচনা হয়, তার লক্ষ্য ছিল প্রকাশক, বই বিক্রেতা এবং পাঠকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করা। সেই সময় ভারতের অন্যান্য বড় শহরে বই প্রদর্শনী বা বই-বিক্রির অনুষ্ঠান থাকলেও কলকাতার উদ্যোগটি ক্রমে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র অর্জন করে।

প্রথম দিকের বইমেলা আজকের বিশাল আয়োজনের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক ছোট। ছিল সীমিত সংখ্যক স্টল, তুলনামূলক কম প্রকাশক এবং সীমিত পরিসরের অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই ছোট পরিসরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছিল এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিসর;যেখানে পাঠক সরাসরি প্রকাশকের কাছে যেতে পারছেন, নতুন বই হাতে নিয়ে দেখতে পারছেন, লেখকের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং বই নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন।

এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগই কলকাতা বইমেলার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বইয়ের দোকানে পাঠক সাধারণত ক্রেতা; বইমেলায় তিনি হয়ে ওঠেন একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের অংশ।

ময়দানের বইমেলা স্মৃতির এক বিশাল প্রান্তর

কলকাতা বইমেলার সঙ্গে দীর্ঘদিনের জন্য অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল কলকাতার ময়দান। আজকের প্রজন্মের অনেকের কাছে বইমেলা মানেই হয়তো নির্দিষ্ট কোনও নতুন মেলার মাঠ, কিন্তু বহু দশক ধরে বইমেলার স্মৃতি মানেই ছিল ময়দানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

ময়দানে বইমেলার দিনগুলির একটি নিজস্ব আবহ ছিল। দূর থেকে দেখা যেত অসংখ্য স্টলের সারি, মানুষের ঢল, হাতে বইয়ের ব্যাগ, কোথাও কবিতা পাঠ, কোথাও সাহিত্যিকের সঙ্গে আলোচনা, কোথাও নতুন বই প্রকাশের অনুষ্ঠান। ধুলো, ভিড়, শীতের রোদ, চা, ফুচকা, কাগজের গন্ধ;সব মিলিয়ে তৈরি হতো এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

বইমেলা তাই কেবল বইয়ের মেলা ছিল না; এটি ছিল কলকাতার সামাজিক মিলনক্ষেত্রও। পরিবার নিয়ে আসা মানুষ, কলেজপড়ুয়া তরুণ-তরুণী, প্রবীণ সাহিত্যপ্রেমী, সদ্য লেখালিখি শুরু করা তরুণ, ছোট প্রকাশক এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক;সবাই একই পরিসরে মিলিত হতেন।

অনেক কলকাতাবাসীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এই মেলা জড়িয়ে আছে। কারও প্রথম বই কেনার স্মৃতি, কারও প্রথম প্রিয় লেখকের সঙ্গে দেখা হওয়া, কারও বন্ধুত্বের শুরু, কারও প্রেমের স্মৃতি, কারও প্রথম কবিতা প্রকাশ; অসংখ্য ব্যক্তিগত গল্প বইমেলার সামষ্টিক স্মৃতির সঙ্গে মিশে আছে।

বইমেলা থেকে ‘বাঙালির উৎসব’

ক্রমশ কলকাতা বইমেলা একটি বাণিজ্যিক প্রদর্শনী থেকে সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়। এর পেছনে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কলকাতার গভীর সামাজিক অনুরাগ। বিশ শতকের শেষভাগে বাংলা বইয়ের বাজারে নানা পরিবর্তন এলেও বই পড়ার অভ্যাস পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। বরং বইমেলা পাঠাভ্যাসকে একটি উৎসবমুখী সামাজিক অভিজ্ঞতায় পরিণত করল। মানুষ শুধু নিজের জন্য বই কিনতে নয়, বইমেলায় ‘যেতে’ শুরু করল।এই ‘যাওয়া’-র মধ্যেই তৈরি হল কলকাতা বইমেলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অভিঘাত। মেলায় না গেলেও কেউ বইমেলা নিয়ে আলোচনা করছেন। বন্ধুরা ঠিক করছেন কোন দিন যাবেন; পছন্দের লেখকের নতুন বই কখন বেরোবে তা নিয়ে অপেক্ষা করছেন; সংবাদপত্র ও পত্রিকায় বইমেলার খবর পড়ছেন;অর্থাৎ বইমেলা কয়েক সপ্তাহের জন্য শহরের সাংস্কৃতিক কথোপকথনের কেন্দ্রে উঠে আসছে।এখানেই কলকাতা বইমেলার সঙ্গে বিশ্বের বহু বইমেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি হয়। এটি শুধু শিল্প প্রকল্প নয়; তাই ক্রমে এটি সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসব হয়ে ওঠে।

ছোট প্রকাশকের বড় মঞ্চ

কলকাতা বইমেলার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছোট ও মাঝারি প্রকাশকদের জন্য একটি বৃহৎ পাঠকসমাজ তৈরি করা। বড় প্রকাশনা সংস্থার বই সারা বছরই পাঠকের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ পায়। কিন্তু ছোট প্রকাশকের পক্ষে সেই প্রচার সবসময় সম্ভব নয়। বইমেলা তাঁদের জন্য সরাসরি পাঠকের কাছে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে। বিশেষত ছোট পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, বিকল্প সাহিত্য, গবেষণামূলক বই, আঞ্চলিক ইতিহাস, অনুবাদ এবং নতুন লেখকের বইয়ের ক্ষেত্রে বইমেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

বাংলার লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে বইমেলার সম্পর্কও তাই তাৎপর্যপূর্ণ। মূলধারার প্রকাশনার বাইরে থাকা অনেক কণ্ঠ বইমেলার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। নতুন লেখক তাঁর প্রথম বই নিয়ে স্টলে বসেছেন; অল্প পরিচিত কবির কবিতার বই কোনও এক পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে; কোনও গবেষকের বহু বছরের কাজ কয়েকশো আগ্রহী পাঠকের সামনে এসেছে।

এই দিক থেকে বইমেলা শুধু প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকে উদ্‌যাপন করেনি; নতুন সাহিত্যিক সম্ভাবনাকেও জায়গা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার গল্প

কলকাতা বইমেলার নামের সঙ্গে ‘আন্তর্জাতিক’ শব্দটি যুক্ত হওয়া তার বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বিদেশি প্রকাশক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দেশের বইয়ের অংশগ্রহণ মেলাটিকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করে।

প্রতি বছর কোনও একটি দেশ বা অঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রথা এই আন্তর্জাতিকতাকে আরও দৃশ্যমান করে। সেই দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, খাদ্য, সংগীত ও প্রকাশনা সম্পর্কে কলকাতার পাঠক ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

ফলে বইমেলা ধীরে ধীরে একটি সাংস্কৃতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও পরিণত হয়। একজন পাঠক অনুবাদের মাধ্যমে অন্য দেশের সাহিত্যকে আবিষ্কার করতে পারেন। একজন ভারতীয় লেখক বিদেশি পাঠকের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ পেতে পারেন; বিভিন্ন ভাষার প্রকাশকদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। ‘আন্তর্জাতিক’ হওয়া কেবল বিদেশি স্টল যোগ হওয়া নয়; এটি কলকাতার পাঠসংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বের নানা ভাষা ও সংস্কৃতির সংযোগ বৃদ্ধি।

স্থানবদল ময়দান থেকে নতুন পরিসরে

কলকাতা বইমেলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলির একটি হল মেলার স্থান পরিবর্তন। ময়দানে দীর্ঘদিনের আয়োজনের পর পরিবেশগত ও প্রশাসনিক নানা কারণে সেখানে বইমেলা আয়োজনের প্রশ্নে পরিবর্তন আসে। পরবর্তী সময়ে মেলার জন্য নতুন স্থান ব্যবহৃত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সল্টলেকের সেন্টাল পার্ক-সহ বৃহত্তর কলকাতার নতুন মেলা-পরিকাঠামো বইমেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। স্থানবদল শুধু ভৌগোলিক পরিবর্তন ছিল না; এর ফলে বদলে যায় মেলার অভিজ্ঞতাও।

পুরনো ময়দানের স্মৃতি ছিল অনেক বেশি খোলা, অনিয়ন্ত্রিত এবং শহরের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। নতুন মেলার মাঠে পরিকল্পিত প্রবেশপথ, নির্দিষ্ট স্টল, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচাগার, খাবারের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পরিষেবা আরও কাঠামোবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু স্থানবদলের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে নস্টালজিয়াও।

বহু প্রবীণ পাঠকের কাছে ময়দানের বইমেলা একটি হারিয়ে যাওয়া কলকাতার প্রতীক। তাঁদের স্মৃতিতে বইমেলা মানেই ময়দানের শীতের বিকেল, হাঁটতে হাঁটতে স্টল দেখা এবং মেলার বাইরে শহরের পাওয়ার প্রধান উপায় ছিল পত্রিকা, সাহিত্যপত্র এবং বইমেলার স্টল। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন বইয়ের দোকান, ই-বুক, অডিওবুকনে বই কেনা যায়, কিন্তু বইমেলায় বই হাতে নিয়ে দেখা যায়। অনলাইনে লেখকের সাক্ষাৎকার পড়া যায়, কিন্তু বইমেলায় তাঁকে সরাসরি দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যমে নতুন বইয়ের খবর পাওয়া যায় পুরনো রাস্তায় ফিরে আসা। এই নস্টালজিয়া প্রমাণ করে যে বইমেলা কোনও নির্দিষ্ট মাঠে সীমাবদ্ধ নয়; তার সঙ্গে একটি প্রজন্মের জীবনযাপনও জড়িয়ে থাকে।

প্রযুক্তির যুগে বইমেলা

একুশ শতকে বইমেলার সামনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলির একটি এসেছে প্রযুক্তির কারণে। একসময় নতুন বইয়ের খবর পাওয়ার প্রধান উপায় ছিল পত্রিকা, সাহিত্যপত্র এবং বইমেলার স্টল। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন বইয়ের দোকান, ই-বুক, অডিওবুক এবং ডিজিটাল প্রকাশনা পাঠকের সামনে অসংখ্য বিকল্প খুলে দিয়েছে।তবুও বইমেলার গুরুত্ব কমে যায়নি। বরং এর ভূমিকা বদলেছে।

অনলাইনে বই কেনা যায়, কিন্তু বইমেলায় বই হাতে নিয়ে দেখা যায়। অনলাইনে লেখকের সাক্ষাৎকার পড়া যায়, কিন্তু বইমেলায় তাঁকে সরাসরি দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যমে নতুন বইয়ের খবর পাওয়া যায়, কিন্তু মেলার পরিবেশে বই আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা আলাদা।

ফলে ডিজিটাল যুগে বইমেলা বই বিক্রির পাশাপাশি ‘ত্রঅদ্মব্রহ্ত্র:ত্বত্র ত্রত্বদ্র:দ্রদ্বা’-র অংশ হয়ে উঠেছে;বইয়ের সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা।

এখন বইমেলার আগে থেকেই সামাজিক মাধ্যমে নতুন বই, প্রকাশনা, লেখক-আলোচনা, অনুষ্ঠান এবং স্টলেরেছিল। কলকাতা বইমেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। জনসমাগম, স্বাস্থ্যবিধি, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনা শিল্পের সংকট তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ পাঠকরা মেলার অভিজ্ঞতাকে ছবি, ভিডিও এবং পোস্টের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর অনলাইন সমাজের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

কোভিড-পরবর্তী বাস্তবতা

২০২০-এর দশকের গোড়ায় অতিমারির অভিঘাত পৃথিবীর সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছিল। কলকাতা বইমেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। জনসমাগম, স্বাস্থ্যবিধি, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনা শিল্পের সংকট বইমেলার প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

এই সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে;বইমেলা কেবল একটি শারীরিক স্থান নয়। প্রকাশক, লেখক এবং পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ বজায়তিক আনন্দকে কতটা মূল্য দেয়। বইমেলা ফিরে আসার পর মানুষের অংশগ্রহণ দেখিয়েছে যে বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ভার্চুয়াল হয়ে যাওয়ার রাখতে ডিজিটাল মাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কিন্তু একই সঙ্গে অতিমারির অভিজ্ঞতা আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয় মানুষ শারীরিকভাবে একত্রিত হওয়ার সাংস্কৃতিক আনন্দকে কতটা মূল্য দেয়। বইমেলা ফিরে আসার পর মানুষের অংশগ্রহণ দেখিয়েছে যে বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ভার্চুয়াল হয়ে যাওয়ার নয়।

আজকের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা

আজকের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়তন, প্রকাশক-অংশগ্রহণ, দর্শকসংখ্যা, অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিচারে তার প্রথম যুগের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রতিষ্ঠান।

এখন মেলায় বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি নানা ভারতীয় ভাষার বই পাওয়া যায়। অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব বেড়েছে। শিশু-কিশোর সাহিত্য, গ্রাফিক নভেল, কমিকস, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, গবেষণা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জনপ্রিয় সংস্কৃতি;বইড়, যানবাহন, পরিবেশ, বাণিজ্যিকীকরণ, বড় প্রকাশকের আধিপত্য, ছোট প্রকাশকের দৃশ্যমানতা, বইয়ের দাম এবং তরুণয়ের বিষয়বৈচিত্র্যও বিস্তৃত হয়েছে।

একই সঙ্গে বইমেলা হয়ে উঠেছে বহুস্তরীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বই প্রকাশ, সাহিত্যসভা, কবিতা পাঠ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন মেলাকে বইয়ের বাইরেও বিস্তৃত করেছে।

তবে এই বিপুলতার সঙ্গে কিছু প্রশ্নও এসেছে। ভিড়, যানবাহন, পরিবেশ, বাণিজ্যিকীকরণ, বড় প্রকাশকের আধিপত্য, ছোট প্রকাশকের দৃশ্যমানতা, বইয়ের দাম এবং তরুণয়ের পাঠাভ্যাস;এসব নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয়।

এই প্রশ্নগুলিই আসলে প্রমাণ করে যে বইমেলা এখনও সমাজের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক বজায় রেখেছে। স্মৃতি ময়দানে হাঁটাহাঁটি এবং সদ্য প্রকাশিত কোনও উপন্যাস কেনা। নব্বইয়ের দশকের তরুণের কাছে তা হতে পারে প্রিয় কবির সঙ্গে দেখা, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ এবং বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা। আজকের তরুণের কাছে বইমেলা একই সঙ্গে বই কেনা, লেখকের অনুষ্ঠান দেখা। ছবি তোলা এবং সামাজিক মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া। অভিজ্ঞতাগুলি আলাদা হলেও কেন্দ্রটি একই;বই। এই ধারাবাহিকতাই কলকাতা বইমেলার সবচেয়ে বড় শক্তি।

বইমেলার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কয়েকটি স্তরে বোঝা যায়।

প্রথমত, এটি পাঠাভ্যাসকে সামাজিক করে। একা বই পড়ার অভ্যাসেলা প্রমাণ করে যে বই এখনও একটি সামাজিক ঘটনা। একটি বই প্রকাশিত হওয়া কেবল বাজারে নতুন পণ্য আসা নয়; তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কে একটি সম্মিলিত উৎসবে পরিণত করে।

দ্বিতীয়ত, এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বৃহৎ জনপরিসর তৈরি করে। বাংলা বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার বইও একই পরিসরে আসে।

তৃতীয়ত, এটি প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে।

চতুর্থত, এটি নতুন লেখক, ছোট প্রকাশক এবং বিকল্প সাহিত্যকে দৃশ্যমান হওয়ার সুযোগ দেয়।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কলকাতার পাঠককে বিশ্বের নানা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করায়। আর সবচেয়ে বড় কথা, বইমেলা প্রমাণ করে যে বই এখনও একটি সামাজিক ঘটনা। একটি বই প্রকাশিত হওয়া কেবল বাজারে নতুন পণ্য আসা নয়; তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, বন্ধুত্ব হতে পারে, প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মের সংলাপ তৈরি হতে পারে।

আগামী দিনের বইমেলা

আগামী দিনের কলকাতা বইমেলা সম্ভবত আরও ডিজিটাল হবে। ই-বুক, অডিওবুক, অনলাইন স্ট্রিমিং, ডিজিটাল ক্যাটালগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ-অভিজ্ঞতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকাশক ও নতুন লেখকের জন্য জায়গা নিশ্চিত করা। কীভাবে পরিবেশবান্ধব মেলা তৈরি করা যায়। কীভাবে শিশু ও তরুণদের পাঠাভ্যাসকে আরও আকর্ষণীয় করে, ডিজিটাল প্রকাশনা এবং নতুন ধরনের পাঠমাধ্যমও প্রকাশনা শিল্পকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ছাপা বই বা বইমেলার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। বরং ভবিষ্যতের বইমেলার সামনে চ্যালেঞ্জ হবে;কীভাবে ডিজিটাল ও মুদ্রিত সংস্কৃতিকে পাশাপাশি রাখা যায়; কীভাবে ছোট প্রকাশক ও নতুন লেখকের জন্য জায়গা নিশ্চিত করা যায়। কীভাবে পরিবেশবান্ধব মেলা তৈরি করা যায়; কীভাবে শিশু ও তরুণদের পাঠাভ্যাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এটি কীভাবে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে বাংলা ভাষার নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্রকে ধরে রাখা যায়।

একটি শহরের বার্ষিক আত্মপ্রতিকৃতি

প্রথম দিকের ছোট পরিসরের বইমেলা থেকে আজকের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা;এই কয়েক দশকের যাত্রা আসলে কলকাতার সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরও প্রতিচ্ছবি।

বদলেছে মাঠ, বদলেছে স্টলের আকার, বদলেছে প্রযুক্তি, বদলেছে বইয়ের ধরন, বদলেছে পাঠকের জীবনযাপন। কিন্তু বইকে কেন্দ্র করে মানুষের মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি থেকে গেছে।

কলকাতা বইমেলার সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য হয়তো কোনও নির্দিষ্ট লেখক, প্রকাশক বা বছরের পরিসংখ্যানে নয়। তার ঐতিহ্য রয়েছে সেই দৃশ্যে;একজন তরুণ পাঠক প্রথমবার নিজের পছন্দের বইটি কিনছে; একজন প্রবীণ পাঠক বহু বছর পর প্রিয় লেখকের নতুন বই হাতে নিচ্ছেন; একটি শিশু রঙিন বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; কোনও ছোট প্রকাশক আশায় বসে আছেন নতুন পাঠকের অপেক্ষায়; আর হাজার হাজার মানুষ বইয়ের ব্যাগ হাতে মালি হয়। কিন্তু বই নিয়ে যে কথোপকথন শুরু হয়, তা থেকে যায়। পরের বছর আবার মেলা আসে;নতুন বই, নতুন লেখক, নতুন পাঠকেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছেন। কারণ বইমেলা শেষ হয়ে যায়, স্টল খুলে যায়, মাঠ খালি হয়। কিন্তু বই নিয়ে যে কথোপকথন শুরু হয়, তা থেকে যায়। পরের বছর আবার মেলা আসে;নতুন বই, নতুন লেখক, নতুন পাঠক এবং পুরনো স্মৃতি নিয়ে।

সেই অর্থে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা কেবল একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান নয়। এটি কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ, বাঙালির পাঠ-স্মৃতির একটি দীর্ঘ অধ্যায় এবং বইকে ঘিরে মানুষের অবিচ্ছিন্ন মিলনের এক জীবন্ত প্রতীক।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে যারা লুকিয়ে থাকে, তারা আপনাতেই সকলের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। যারা যুদ্ধ করেই হার স্বীকার করতে চায়, শুধু তারাই জনমানসে জয়ী হয় বারবার।

কৌটো-জানকেট

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের দিন প্রণত টুডুর মাথা ফাটিয়েছিল মনে আছে। ওই দিনের এফআইআর কপিটা দেবেন আমাকে। ওই ঘটনায় কতগুলো গ্রেপ্তার হয়েছে দেখব। যারা গ্রেপ্তার হয়নি, তাদের প্রত্যেককে চুলের মুঠি ধরে জেলে ঢোকাব। কেশপুরেও একই ভাবে অত্যাচার করেছে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবৈধ পার্কিং নিয়ে কড়া দাওয়াই, রণংদেহি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: বেআইনি পার্কিং ও ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ নতুন নয়। কিন্তু সেই অনিয়ম যখন দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের দ্বারাই ঘটে, তখন চুপ থাকতে পারলেন না খোদ বিধায়ক। মেমারি শহরের ব্যস্ত রাস্তায় চারচাকা গাড়ির অবৈধ পার্কিং দেখে সোজা রাস্তায় নেমে কার্যত রণংদেহী মেজাজ ধারণ করেন মেমারির বিজেপি বিধায়ক মানব গুহ। দলীয় পদাধিকারীদের প্রকাশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।

ঘটনাটি ঘটে মেমারি নগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওই বিতর্কিত চারচাকা গাড়িটি মেমারি নগর মণ্ডলের বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সুপ্রিয় ধাড়া এবং তাঁর বাবা, অর্থাৎ বিজেপির নগর মণ্ডল সভাপতি শ্যামল ধাড়ার। গাড়ির সামনের কাঁচেই সাঁটানো ছিল দলীয় পদাধিকারীর অফিসিয়াল স্টিকার। এর আগেও বিধায়ক মানব গুহ এই গাড়িটির বেআইনি পার্কিং নিয়ে তাঁদের সতর্ক ও নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও সচেতন হননি পিতা-পুত্র। ফের একই জায়গায় গাড়িটিকে অবৈধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিধায়ক। গাড়ির কাঁচ থেকে দলের স্টিকার ও পরিচয়পত্র দেখিয়ে তিনি মেমারির রাস্তায় দাঁড়িয়েই কড়া হুঁশিয়ারি দেন। প্রকাশ্য দিবালোকে দলের দুই শীর্ষ পদাধিকারীকে বিধায়কের এমন কড়া দাওয়াই দেওয়া শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান পথচলতি বহু মানুষ। নিমেষেই মেমারির রাস্তায় সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়।

মানব গুহ স্পষ্ট জানান, বিজেপি করার নাম করে কিংবা গাড়িতে দলীয় পদাধিকারীর স্টিকার লাগিয়ে ট্র্যাফিক আইন অমান্য করা বা রাস্তা দখল করা বরদাস্ত করা হবে না। দলের পদের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি তৈরি করা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিধায়কের এই রুদ্রমূর্তি ও কড়া পদক্ষেপের পর মেমারিজুড়ে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একদিকে সাধারণ মানুষ বিধায়কের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করছেন, অন্যদিকে দলীয় কোন্দল ও অস্বস্তি প্রকাশ্য রূপ নেওয়ায় ব্যাকফুটে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

ছটপুজোয় প্রতি ঘাটে নজরদারি, কালীপুজোর অনুমতিতেও বাধা নয়, বার্তা মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ছটপুজো ও কালীপুজোকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শনিবার আসানসোল রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন সার্কিট হাউসে পশ্চিম বর্ধমান জেলার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তিন মন্ত্রী অর্জুন সিং, অগ্নিমিত্রা পাল ও মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। এছাড়াও ছিলেন জেলার সমস্ত বিধায়ক এবং জেলাশাসক এস পোন্নাবলম-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ছটপুজো অত্যন্ত বড় আকারে পালিত হয়। সম্প্রতি দুর্গাপুজোয় ঘটে যাওয়া একটি বড় ঘটনার কথা মাথায় রেখে এবার প্রশাসন আরও বেশি সতর্ক। ছটের পুন্যতীরা যাতে ছটপুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে আগাম পর্যায়েই বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, প্রতিটি ছটঘাটের জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। ঘাটে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা, যাতায়াতের রাস্তা মেরামত, সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের জলে মোতায়েন এবং গভীর জলে যাতে কেউ না-নামেন, তার জন্য ব্যারিকেডিং করা হবে। পাশাপাশি প্রতিটি ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হবে। অর্জুন সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁকে বিশেষভাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসন, সরকার, এনজিও, ক্লাব এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়েই এই প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। তাঁর কথায়, বৈঠক অত্যন্ত ভালো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এবার ছটপুজোয় কোনওরকম অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে, কালীপুজোর অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে তৈরি হওয়া সংশয় দূর করতেও স্পষ্ট বার্তা দেন মন্ত্রী। তিনি জানান, নতুন হোক বা পুরনো, কোনও পুজো কমিটির অনুমতি আটকে রাখা হবে না। তাঁর দাবি, কিছু পুজো কমিটি অনুমতির আবেদন করেনি, আবার কোথাও বিদ্যুতের বিল নিয়ে চিন্তা বা অন্য সমস্যা ছিল। সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানে ইতিমধ্যেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জেলার প্রায় ন'টি সরকারি সংস্থার অধীনস্থ এলাকায় কালীপুজো হয়। সেখানেও যাতে কোনও বাধা তৈরি না হয়, তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেন, বিদ্যুতের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না, একই ভাবে ফায়ার ব্রিগেডের জন্যও কোনও টাকা লাগবে না। সরকারের নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনেই সমস্ত পুজো সম্পন্ন হবে। আগের সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের কাজের পদ্ধতির তুলনা টেনে অর্জুন সিং বলেন, আগে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। কিন্তু বর্তমান সরকার যৌথ মঞ্চে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

বাঁকুড়ায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বার্তা নিয়ে জেলা পুলিশের উদ্যোগে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে বিশেষ কুচকাওয়াজ। এই অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ করেন পুলিশ সুপার ভি জি সতীশ পাসুমার্থি। স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান তুলে ধরা হয়। লৌহমানব হিসাবে দেশের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রী, পুলিশকর্মী ও সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরা জন্য জেলার প্রতিটি থানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই দিনটিকে জাতীয় একতা দিবস হিসাবে প্রতিটি থানায় পালন করা হয়। দেশের ঐক্য, অখন্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কোন রকম আপোষ নয় বলে জানান পুলিশ সুপার ভি জি সতীশ পাসুমার্থি।

জমি-ভেড়ি দখলের অভিযোগ, তিন জনকে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি বিধায়ক ঘনিষ্ঠের !

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: এবার মেছোঘেরি নিয়ে বিবাদের জেরে একই পরিবারের তিন সদস্যকে মারধর, ভেড়িতে ভাঙচুর এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠল বিজেপি বিধায়ক সনৎ সর্দারের ঘনিষ্ঠ সন্দীপ মণ্ডল ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিধায়ক, পুলিশ ও প্রশাসন তাঁর হাতের মুঠোয়, এই দাপট দেখিয়েই আক্রান্ত পরিবারকে ভয় দেখানো হচ্ছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সন্দীপ মণ্ডল ঘটনাটি নেজাট থানার ভাঙিপাড়ার নলকোড়া এলাকার। অভিযোগকারী রিতা দাসের দাবি, মেছোঘেরি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে রাতের অন্ধকারে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হন সন্দীপ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠরা। বাড়িতে ঢুকে রিতা দাস, তাঁর স্বামী জয়দেব দাস-সহ পরিবারের তিন সদস্যকে মারধর করা হয়। ভেড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি তাঁদের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রিতা দাসের আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, সন্দীপ মণ্ডল তাঁকে হুমকি দিয়ে বলেন, 'বিধায়ক আমার লোক, এসপি, আইসি আমার কথা শুনে চলে। আমি যা বলব, ওরা তাই শুনবে। তোরা আমার কিছুই করতে পারবি না। যেখানে অভিযোগ জানানোর জানা, আমার কিছুই করতে পারবি না।' অভিযোগ, শুধু হুমকিতেই থেমে থাকেননি অভিযুক্তরা। রিতার স্বামীকে ভেড়িতে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। অভিযোগ প্রত্যাহার না করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি আক্রান্ত পরিবারের। প্রাণভয়ে অভিযোগ তুলে নেওয়ার কথা ভাবছেন বলেও জানিয়েছেন রিতা। আহতদের হাটগাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। পরে রাজবাড়ি আউটপোস্টে সন্দীপ মণ্ডল-সহ সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সন্দীপ মণ্ডল। তাঁর দাবি, ভোটের পর থেকে এলাকায় কোনও অশান্তি হতে দেননি তিনি। বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে বলেও দাবি করে পুলিশ ও বসিরহাট জেলা প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনাকে ঘিরে উঠছে আরও বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন। হিন্দুত্বের রাজনীতি করে হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপির শাসকদলেরই এক বিধায়ক ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে হিন্দু পরিবারের উপর অত্যাচার, জমি ও ভেড়ি দখলের চেষ্টা এবং পুলিশ-প্রশাসনের নাম করে ক্ষমতার দাপট দেখানোর অভিযোগ!

শারীরিক অসুস্থতা কাটাতে যোগ, সাফল্য জ্যোতির

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: ছোটবেলায় চিকিৎসকদের পরামর্শে অসুস্থ জ্যোতিকে ভর্তি করা হয়েছিল যোগাসনে। আর তারপর থেকেই নিজেকে তৈরি করে জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়ন শিপে 'স্বর্ণপদক' জয় করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করল খুদে জ্যোতি বল।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার উপস্থিতিতে সে এই অনন্য সম্মান অর্জন করেছে। এমন ঐতিহাসিক সাফল্যের সুবাদে জ্যোতি ১১তম এশিয়ান যোগাসন প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার ডাকা পাওয়ার সাথে সাথে বেঙ্গল অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগও পেয়ে গিয়েছে। জ্যোতির এই সাফল্যে পরিবার পরিজনের পাশাপাশি খুশি বাংলার ক্রীড়া মহল।

জ্যোতি বলের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির বিষ্ণুপুর এলাকায়। তাঁর বাবা অসিত বল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন। মা গৌরীদেবী সাধার গৃহবধূ। পরিবার সদস্যদের কথায় জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ৩ অক্টোবর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয় ৫১তম সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় ১০ থেকে ১২ বছর বয়সি বালিকা বিভাগে অংশ নিয়ে জ্যোতি তাক লাগিয়ে দেয়। প্রতিযোগিতায় সারা দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে সে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়েছে এই ঐতিহাসিক সাফল্যের সুবাদে জ্যোতি সাউথ কোরিয়ায় আয়োজিত ১১তম এশিয়ান যোগাসন প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি বেঙ্গল অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগও পেয়ে গিয়েছে। খুদে বঙ্গতনয়া জ্যোতির সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে তাঁর মা গৌরী বল বলেন, 'আমার মেয়ে জ্যোতির যখন তিন বছর বয়স তখন সে খুব দুর্বল ও অসুস্থ প্রকৃতির ছিল। শারীরিক উন্নতির লক্ষ্যেই আমি আমার মেয়েকে তখন বিষ্ণুপুর ফুটবল খেলার মাঠে মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টারের প্রশিক্ষক নয়ন মজুমদারের কাছে যোগাসনে ভর্তি করি। কিন্তু আমি তখন ভাবতে পারিনি আমার মেয়ে জাতীয় যোগাসন চাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করবে!'

গৌরী বল আরও জানান, চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাঁর মেয়ে জ্যোতি মেদিনীপুর, খড়্গপুর, কাটোয়া, বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে। শুরুতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান পেলেও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও জেদের জোরে তাঁর মেয়ে জ্যোতি ধাপে ধাপে নিজেকে তৈরি করে নেয়। আর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত জ্যোতির বাবা প্রতিটি পদক্ষেপে মেয়ের পাশে থেকে সাহস জুগিয়েছেন। মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টারের সম্পাদক তথা জ্যোতির প্রশিক্ষক নয়ন মজুমদার জানিয়েছেন, জেলাস্তরের ৫৩৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১০,১২ বছর বয়স বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনকরে জ্যোতি। এরপর রাজ্যস্তরে প্রায় ৮০০ থেকে ৮৫০ জন প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সে নিজের বিভাগে ফের শীর্ষ স্থান দখল করে । গত ৩ থেকে ৬ অক্টোবর যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে এবং যোগা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ রাজস্থানের ব্যবস্থাপনায় জয়পুরের অলংকার পিজি গার্লস কলেজ ক্যাম্পাসে ৫১তম সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশ নেওয়া প্রায় ১,২০০ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে জ্যোতি প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খুদে প্রতিভাবান জ্যোতির এখন একটটাই, লক্ষ্য সাউথ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের জন্য জয়ের শিরোপা এনে দেওয়া।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পলাশী শাখা
মীরা বাজার, পলাশী, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১৫৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পলাশী ব্রাঞ্চ, (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা শ্রী নাজিরুল শেখ,** পিতা- প্রয়াত ইসমাইল শেখ, গ্রাম - মহাপুরপাড়া, পোঃ- ভরতপুর, থানা কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১৮১ **এবং গ্যারান্টার শ্রীমতী সুফিয়া খাতুন,** স্বামী- নাজিরুল সেখ, গ্রাম-মহাপুরপাড়া, পোঃ-ভরতপুর, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১৮১-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পলাশী ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর ৩১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **১৪,৪৫,৩৮১.০০ টাকা (চোদ্দ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা)** এবং তার উপর **৩১.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী সুদ/চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন যা আছে'', এবং ''যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা(গণ) এর নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের স্ট্যাটাস
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী নাজিরুল শেখ** পিতা- প্রয়াত ইসমাইল শেখ গ্রাম - মহাপুরপাড়া, পোঃ- ভরতপুর থানা কালীগঞ্জ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১৮১ **জামিনদাতা : শ্রীমতী সুফিয়া খাতুন** স্বামী- নাজিরুল সেখ গ্রাম মহাপুরপাড়া, পোঃ- ভরতপুর থানা কালীগঞ্জ, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১৮১ **খ) পলাশী ব্রাঞ্চ**	মৌজা ভরতপুর, জে. এল. নং ৩০, দাগ নং এলআর-১৫৭৪, ৬৫৫, খতিয়ান নং এলআর-১৫২০, জমির এলাকা-১৭ শতক, গ্রাম + পোঃ-ভরতপুর, থানা-কালীগঞ্জ, মীরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এডিএসআরও দেবগ্রাম, ২৯.১২.২০১৫ তারিখের টাইটেল/গিফট ডিড নং ১/৫৬৫-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : মালেকুদ্দিন সেখ-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : রেজারসুল সেখ-এর জমি, পূর্বে : আবদুল রেজ্জাক-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : রাস্তা।	**১৪,৪৫,৩৮১.০০ টাকা** (চোদ্দ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা) **৩১.১০.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ /চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	**ক) ২৪,৬৬,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা) **খ) ২,৪৭,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30087238893** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তারিখ : ২০.১১.২০২৬, সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** -এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-এ যোগাযোগ করুন। **https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের)-র জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ৩১.১০.২০২৬
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ
লালগোলা মহারাজা রোড, রঘুনাথগঞ্জ,
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন-৭৪২ ২২৫।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ, (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মহ. শরিফুল শেখ গ্লাস অ্যান্ড প্লাই,** গ্রাম কাদিখোলা, পোঃ জয়রামপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী মহ. শরিফুল শেখ (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- সাজ্জাদ শেখ, গ্রাম কাদিখোলা, পোঃ - জয়রামপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রীমতী মালেকা বিবি (বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার),** স্বামী- সাজ্জাদ শেখ, গ্রাম - কাদিখোলা, পোঃ -জয়রামপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর **৩১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৪৭,৬৯,৫৮৫.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশো পঁচাশি টাকা)** এবং তার উপর সুদ/চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬** তারিখে **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন যা আছে'', এবং ''যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্টের নাম/ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের স্ট্যাটাস
১.	**ক) মেসার্স মহ. শরিফুল শেখ গ্লাস অ্যান্ড প্লাই (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম কাদিখোলা, পোঃ জয়রামপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন-৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রী মহ. শরিফুল শেখ (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- সাজ্জাদ শেখ গ্রাম - কাদিখোলা, পোঃ জয়রামপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ পিন-৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রীমতী মালেকা বিবি (বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার)** স্বামী- সাজ্জাদ শেখ গ্রাম কাদিখোলা, পোঃ জয়রামপুর থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ পিন-৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ **খ) জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ**	মৌজা-জয়রামপুর, জে. এল. নং ১৮, এল. আর. খতিয়ান নং ১০২৯৩, আর. এস. প্লট নং ৫৪০, এল. আর. প্লট নং ৬৪০, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ৫.০ ডেসিমেল জমির এলাকা, হোল্ডিং নং ৭০২/এন, ওয়ার্ড নং ২১, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ), শ্রেণীবিভাগ ভিটি, শ্রীমতী মালেকা বিবি, স্বামী- সাজ্জাদ শেখ-এর নামে এডিএসআর জঙ্গিপুরে নিবন্ধিত ২৪/০৫/১৯৮৯ তারিখের টাইটেল ডিড নং আই-৪৭৬৯ অনুযায়ী জমি এবং এর উপর অবস্থিত নির্মাণের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ** - উত্তরে : ৩ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : সিরাজুল সেখ-এর সম্পত্তি, পূর্বে : ফইজুদ্দিন সেখ-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : কাসেদ সেখ-এর সম্পত্তি।	**৪৭,৬৯,৫৮৫.০০ টাকা** (সাতচল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশো পঁচাশি টাকা) **৩১.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ /চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	**ক) ৩৪,০০,০০০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ টাকা) **খ) ৩,৪০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB3300470735** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.১১.২০২৬, সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-এ যোগাযোগ করুন। **https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের)-র জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ৩১.১০.২০২৬
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

যুনিয়ন বैंक Union Bank of India

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কার্যকরী ঠিকানা : যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
ইমেল - UBIN0554731@unionbankofindia.bank.in

সংশোধনী

২৮-১০-২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত **শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দারের (ক্রমিক নং ২ এবং ৩)** সম্পত্তি সম্পর্কিত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির এবং **১৩.১১.২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলা ই-নিলামের প্রেক্ষিতে, ক্রমিক নং ২-এর প্রপার্টি আইডি UBINKOLARB0128A এর পরিবর্তে **UBINKOLARB0128B** এবং ক্রমিক নং ৩-এর প্রপার্টি আইডি UBINKOLARB0128B এর পরিবর্তে **UBINKOLARB0128A হিসাবে পড়া উচিত।**
বাকি বিষয়গুলো অপরিবর্তিত রয়েছে।
অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ : ০১.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮৪৮

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীদের** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে এরপরে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনি উত্তরাধিকারীদের** এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের সাথে পরবর্তী সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচের জন্য আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) বাস্তবিক দখলের তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি করা পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**১) শ্রীমতী অপর্ণা মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মিনতি ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ল্যান** ০২৫৬৬৭৫১০০০৪৪৪৮৪ ০২৫৬৬৭৫১০০০৪৪৬১৫	**১. ১৩.০৮.২০২৬ ২. ৩০.১০.২০২৬ ৩. ১৯,৫৮,৮৯০.১৬ টাকা** (উনিশ লক্ষ আটান্ন হাজার আটশো নব্বই টাকা এবং ষোলো পয়সা) ০৮-০৬-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার সাথে ১১-০৫-২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	হাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলআর প্লট নং ৯১, এলআর খতিয়ান নং ৯৪৭, জে.এল. নং ৭৫, মৌজা - মাটিয়াড়া, থানা - সাঁইথিয়া, জেলা বীরভূম-এ অবস্থিত ৭.৪৩৮ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং উক্ত জমির উপরের ভবন এবং কাঠামোর ক্ষেত্রে টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক। **উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে :** ফাঁকা জমি, **দক্ষিণে :** অন্যদের বাড়ি, **পূর্বে :** দিলীপ মণ্ডল, **পশ্চিমে :** অনন্ত মণ্ডলের বাড়ি।

তারিখ : ০১.১১.২০২৬
স্থান : বর্ধমান
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

সাড়ে তিন বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দত্তপুকুর: আবারও প্রশ্নে শিশু সুরক্ষা ও প্রশাসনের ভূমিকা। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল সুভাষনগর। অভিযুক্ত এক যুবক। অভিযোগ, আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে বুধবার নীলগঞ্জ ফাঁড়ির অন্তর্গত সুভাষনগরে প্রতিবেশীর ছাদে নিয়ে গিয়ে শিশুটির ওপর যৌন নির্যাতন চালায় সে। বৃহস্পতিবার শিশুটিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান তার মা। শুক্রবার পরিবারের সদস্যরা ঘটনার কথা জানতে পারেন।

এরপরই অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যদের উপস্থিতিতে শিশুটির পরিবারকে নিয়ে নীলগঞ্জ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। যদিও পরে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও তৈরি হয় উত্তেজনা। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকের ব্যস্ততার কারণে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় শিশুটিকে। একজন মাত্র মহিলা চিকিৎসক উপস্থিত থাকায় এই বিলম্ব বলে দাবি তাঁদের।

একদিকে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের নানা আশ্বাস, অন্যদিকে একের পর এক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, প্রশাসনের কার্যকারিতা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। শুধু অভিযুক্তকে আটক করলেই কি দায়িত্ব শেষ? শিশু সুরক্ষায় নজরদারি, দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ এবং নির্যাতিতার চিকিৎসার মতো জরুরি পরিষেবায় কেন এই অব্যবস্থা? অপরাধের পর তদন্তের আশ্বাস মিললেও অপরাধ ঠেকাতে প্রশাসনের আগাম প্রস্তুতি কোথায়? প্রশ্ন খোদ শাসক দলের অন্দরেই।

রেললাইন থেকে পুলিশ ইনস্পেক্টরের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক পুলিশ ইনস্পেক্টরের ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জয়ন্ত পাল। রেললাইনের ধারে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। এটি দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা না অন্য কিছু তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে। তবে দুর্ঘটনার যুক্তি কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন স্থানীয়রা। এই নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

হত্যা না আত্মহত্যা

এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বছরখানেক আগে হাওড়ায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এই পুলিশ ইন্সপেক্টর জয়ন্ত পাল। সেই সময় সংবাদ শিরোনামে এসেছিল তাঁর নাম। বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে ইনস্পেক্টর (ডিআইবি) পদে কর্মরত ছিলেন জয়ন্ত পাল। শুক্রবার রাতে বাঁকুড়া শহরের কেঠারডাঙা এলাকায় বন্ধ রেলগেটের কাছে তার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আরণ্যক এক্সপ্রেসের চাকায় কাটা পড়ে মারা যেতে পারেন জয়ন্তবাবু। বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তবে লাইন পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়েন জয়ন্ত পাল না তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবিষয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিশ। জয়ন্তবাবুর বর্তমান মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তাও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এনিয়ে পরিবারের পাশাপাশি সহকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলছেন তাঁরা। আগেও জয়ন্তবাবুকে ঘিরে বিতর্ক হয়েছিল।

এপ্রেক্ষিত উল্লেখ্য, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হাওড়ার ঘোষপাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিলেন জয়ন্তবাবু। সেই সময় তিনি হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি পদে কর্মরত ছিলেন। জয়ন্তবাবুর বাম হাতে গুলি লেগে ছিল। এই ঘটনাস্থল থেকে একটি গাড়ি আটক করা হয়েছিল। ঘটনার সময় জয়ন্তবাবুর সঙ্গে এক মহিলা ছিলেন। ওই যুবতীর উপস্থিতি নিয়ে তৈরি হয়েছিল রহস্য। এমনকি জয়ন্তবাবু নিজে গায়ে গুলি করেছিলেন বলে বিতর্ক উঠেছিল।

তদন্তে নেমে পুলিশ যুবতীটির নাম ও পরিচয় জানতে পারেন। হাওড়ার সাঁকরাইল এলাকার বাসিন্দা যুবতী। তাঁর সঙ্গে নেটে আলাপ ও পরে বন্ধুত্ব হয়ে ছিল জয়ন্তবাবুর। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছিলেন যে জয়ন্তবাবু ও তাঁর সঙ্গিনীকে প্রায়ই মঠের উলটো দিকে একটি বহুতলের ফ্ল্যাটে আসা-যাওয়া করতে দেখা যেত। যদিও যুবতীর মায়ের দাবি ছিল, তাঁর মেয়ে জয়ন্তকে চেনেন না। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছিল, সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন ওই যুবতী। আরও তিন জন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। পরে জয়ন্তকে সাসপেন্ড করে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানানো হয় যে, থানা থেকে বের হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে যাওয়াই নিয়ম। জয়ন্ত সেই সময় তা করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি পৌঁছে গিয়ে ছিলেন অন্য জেলা হাওড়ায়। অন্যদিকে হুগলি জেলার খানাকুল, চন্ডীতলা, সিঙ্গুর-সহ একাধিক থানার দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সম্প্রতি বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে ইনস্পেক্টর (ডিআইবি) পদে কর্মরত ছিলেন তিনি।

নয়াগ্রাম থানার উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী, সৌহার্দ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শারদোৎসব নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর পুলিশ প্রশাসন ও পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য আরও সুদৃঢ় করতে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করল নয়াগ্রাম থানা। শুক্রবার নয়াগ্রাম বাণী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি, পুলিশ আধিকারিক এবং পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা একে অপরকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজনও। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের সেই দায়িত্বশীল কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানানোই ছিল এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিসকু, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ, নয়াগ্রাম থানার আইসি রামনারায়ণ পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী পরমেশ্বর মণ্ডল, পঙ্কজ মণ্ডল-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাশাপাশি নয়াগ্রাম থানা এলাকার বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে উদ্ধার ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দাসপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বৈকুণ্ঠপুরে একটি পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা লরির ভিতর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির ভিতরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় দাসপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দাসপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য

ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম অমিত বেরা (৩৬)। তাঁর বাড়ি দাসপুর থানার দাসপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই লরিটি তিনি চালাতেন।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাব ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর অধীনস্ত মেরা যুব ভারত, পূর্ব বর্ধমান শাখার যৌথ উদ্যোগে এবং স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সামনে দুই কিলোমিটার ঐক্য ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। ম্যারাথনের আগে অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, বিভাগীয় বনাধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা, মেরা যুব ভারতের আধিকারিক সুজন ঠাকুর এবং জেলার অতিরিক্ত জেলাশাষক (সাধারণ) সহ প্রমুখেরা। আয়োজকরা ছাড়াও অংশ নেন বর্ধমান শ্রী রামাশীষ হিন্দি হাই স্কুল, বর্ধমান টাউন স্কুল-সহ জেলার দুই শতাধিক ছাত্র যুব।

পাশাপাশি, একই উদ্যোগতাদের তরফে দিঘিরপুলের ক্যানভাস ড্রয়িং স্কুলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ভাবনাকে কেন্দ্র করে পোস্টকার্ডে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন দেবজ্যোতি মণ্ডল। সেরা তিন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সন্দীপন সরকার বলেন, পদযাত্রা, শপথ গ্রহণ ও সৃজনশীল কার্যকলাপের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয় ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য , দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মতন এখানেও এহেন কর্মসূচি হয়। এদিন বর্ধমানে এক পৃথক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রক অধিনস্ত ফিট ইন্ডিয়া এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে 'নেশামুক্ত যুব, বিকশিত ভারত' কর্মসূচিও পালিত হয়। সেখানেও শপথ গ্রহণের পর ম্যারাথনের মাধ্যমে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা দেওয়া হয় । উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক পূজা রাওয়াত, অধ্যাপক রাজীবলোচন মহাপাত্র ও ওম শঙ্কর দুবে, পরিবেশ কর্মী পার্থ প্রতিম মিত্র, আয়োজকরা ছাড়াও অংশ নেয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস বিভাগ ও জেলার শতাধিক যুব, এই দৌড়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সেরা হন যথাক্রমে শুভজিৎ টুডু ও বর্ষা চৌধুরী

৩০ কেজি গাঁজা -সহ ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডিডি এবং উত্তরপাড়া থানার যৌথ অভিযানে হিন্দমোটর এলাকা থেকে প্রায় ৩০ কেজি গাঁজা-সহ চার জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে হিন্দমোটর স্টেশনের আশপাশে ও সংলগ্ন এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় চন্দননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিডি) ও উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। তল্লাশির সময় ধৃতদের কাছ থেকে স্কুল ব্যাগ এবং কাঁধে ঝোলানো মোট ১০টি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। ওই ব্যাগগুলো তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে একে একে ৩০ কেজি গাঁজা। প্রাথমিক অনুমান, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই মাদকের বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

ছটপুজো উপলক্ষে নদীঘাট পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: ছটপুজোকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার লাউদোহা-ফরিদপুর ব্লকের বিভিন্ন নদীঘাট পরিদর্শন করলেন পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন এসিপি অন্ডাল, লাউদোহা-ফরিদপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ওসি হিমাদ্রি বর্মন এবং এসিপি দীপ কুমার দাস।

পরিদর্শনকালে আধিকারিকরা বিভিন্ন ঘাটের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং ছট পুজোর দিন যাতে পুণ্যার্থীদের কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেন। পাশাপাশি ঘাটগুলিতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পুজো উপলক্ষে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ছটপুজো উপলক্ষে নদীঘাটে বহু মানুষের সমাগম হয়। তাই পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ ও প্রশাসনের এই আগাম তৎপরতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের এই পরিদর্শনের ফলে ছট পুজোকে ঘিরে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা আরও সুসংহত হবে বলে আশা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কালীপুজোয় শব্দবাজির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ বীরভূম জেলা পুলিশের, ফানুস ওড়াতেও লাগবে দমকলের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: আসন্ন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে শব্দদূষণ রুখতে কড়া অবস্থান নিল বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন। কোনওরকম শব্দদূষণ বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার বিনীত রাজ ভুন্দেজ। শুধুমাত্র সরকার অনুমোদিত সবুজ বাজি ছাড়া অন্য কোনও ধরনের শব্দবাজি বিক্রি বা মজুত রাখা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এমনকী কালীপুজোয় ফানুস ওড়ানোর ক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ

বিধিনিষেধ। ফানুস ওড়াতে হলে দমকল বিভাগের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। অন্যদিকে, কালীপুজো উপলক্ষে যেসব এলাকায় সাধারণ মানুষের ভিড় বেশি হয়, সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও পুজো মণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির পাশাপাশি পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবে। যাতে উৎসবের আনন্দে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বীরভূম জেলায় প্রায় তিন হাজার কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এত বিপুল সংখ্যক পুজোকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই এখন জেলা পুলিশ প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

আজ মতুয়াগড় ঠাকুরবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: বাংলাদেশি প্রমাণপত্র ছাড়াই সিএএতে আবেদন করা যাবে আগামীতে। আজ মতুয়াগড় ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসার আগে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর আশায় বুক বাঁধছেন মতুয়ারা। রাজ্যে পালাবদলের পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবারের জন্য আজ রবিবার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় বর্ষের আন্তর্জাতিক গোসাই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর আসার আগে ঠাকুরবাড়িতে সাজো সাজো রব। প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

শনিবার প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু ঠাকুর। মুখ্যমন্ত্রী আসছেন ঠাকুরবাড়িতে মতুয়ারা আশায় বুক বাঁধছেন। তাঁরা আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের জন্য ভালো কিছু ঘোষণা করবেন। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন প্রথমে যাবেন হরি মন্দিরে সেখান থেকে সম্মেলন মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন। পরে তার ঘরে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সম্পন্ন করে বেরিয়ে যাবেন। মতুয়াদের নানা বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা হয়েছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা হয়েছে আগামীতে সিএএতে আবেদন করার জন্য বাংলাদেশি কোনও প্রমাণপত্র লাগবে না। তেমনটাই জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর এবং যাদের সিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেট নেই তারাও সিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেট পাবেন।

২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন মামলায় হাজির প্রাক্তন বিজেপি জেলা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া একটি মামলায় শনিবার বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে হাজিরা দিলেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই 'মিথ্যা' মামলা দায়ের করা হয়েছিল। একইসঙ্গে এই মামলায় বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র নামও রয়েছে বলে জানান তিনি।

আদালত সূত্রে খবর, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালীন বালুরঘাটের কামারপাড়া হাটে বিজেপির একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় মূল বক্তা ছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। সেই সময়ে শুভেন্দু সরকার জেলা বিজেপির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ওই জনসভাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে শুভেন্দু সরকার ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়-সহ দলের একাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ।

এদিন আইনি প্রক্রিয়ার নিয়ম মেনেই শুভেন্দু সরকার আদালতে উপস্থিত হলেও কৈলাশ বিজয়বর্গীয় হাজির ছিলেন না। শুভেন্দু সরকার বলেন, মামলার আইনি পরোয়ানা মেনেই এদিন আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিজেপিকে হেনস্থা করতেই এই মামলা সাজানো হয়েছিল।

পালিত ইন্দিরা গান্ধির ৪২তম প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভারতের প্রথম তথা একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির ৪২তম প্রয়াণ দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় পানাগড়ে। শনিবার কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শনিবার সকালে পানাগড় বাজারস্থিত কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে নেত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত কর্মী ও সমর্থকরা। পাশাপাশি, পানাগড় বাজারের চৌমাথায় অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতেও মাল্যদান করে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি, কার্যকরী সভাপতি মোজাম্মেল হক সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি বলেন, ভারতের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যাকে গোটা দেশের মানুষ একবাক্যে শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নিজের বাসভবনেই দেহরক্ষীর গুলিতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু যুগান্তকারী ও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, যা আজও তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদিন প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে প্রয়াত নেত্রীর আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয় এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

কালীপুজোয় বিদ্যুতের ঘাটতি হবে না, বীরভূমে আশ্বাস বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: আসন্ন কালীপুজো, ছটপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বীরভূমে এলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তি প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ। মঙ্গলবার বক্রেশ্বর গেস্ট হাউসে জেলা প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ ভুন্দেজ-সহ প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা। আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখা, সম্ভাব্য বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ জানান, উৎসবের মরশুমে কোনওভাবেই বিদ্যুতের ঘাটতি থাকবে না। কালীপুজো, ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় সাধারণ মানুষ যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পান, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উৎসবের মরশুমে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে বলেও বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে।

৪০০ বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে ভোগে গলদা চিংড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ইছামতির তীরে ইতিহাস, লোকবিশ্বাস আর ধর্মীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরকে ঘিরে আজও প্রচলিত নানা জনশ্রুতি। কথিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নাদেশকে কেন্দ্র করেই উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ইটিন্ডায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। আর কালীপুজোর দিন মায়ের ভোগে খিচুড়ির সঙ্গে গলদা চিংড়ি নিবেদনের বিশেষ রীতি এই মন্দিরকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি।

মন্দিরের সেবাইত শংকর ভট্টাচার্য এবং কমিটির সদস্য উত্তম মণ্ডল ও গৌড় ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় চার শতাধী আগে যশোরের ধূমঘাট থেকে নৌকায় টাকির দিকে যাওয়ার পথে ইছামতির পাড়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ভোরে নদীর অপরূপ সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হয়ে এই এলাকায় একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বা গঞ্জ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সেই সূত্রেই ইটিন্ডার নামকরণ এবং কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বলে জনশ্রুতি। তৎকালীন টাকির রায়চৌধুরী জমিদার পরিবারকে মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে প্রচলিত রয়েছে। প্রথমে বাঁশ, বিচালি ও মাটির দেওয়ালে তৈরি ছোট্ট মন্দিরে পুজো শুরু হয়। পরবর্তীকালে সেটি পাকা মন্দিরের রূপ পায়।

এই মন্দিরের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ দেবীর ভোগ। কালীপুজোর রাতে খিচুড়ির পাশাপাশি ইছামতির গলদা চিংড়ি দিয়ে বিশেষ পদ রান্না করা হয়। স্থানীয় মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী ও ভক্তরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী গলদা চিংড়ি নিয়ে আসেন। সেই চিংড়ি দিয়েই তৈরি হয় মায়ের ভোগ। শুধু ভোগ নিবেদন নয়, এই প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এলাকার মানুষের আবেগ ও দীর্ঘদিনের ধর্মীয় পরম্পরা।

দেবীর সামনে তিনটি ঘট স্থাপনের রীতিও এই মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, একটি ঘট মা সিদ্ধেশ্বরী কালী, অন্য দু'টি মা শীতলা ও মা চণ্ডীর প্রতীক। আবার ইটিন্ডা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরের সংগ্রামপুরের দক্ষিণাকালী মন্দিরের দেবীকে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের বোন বলে মনে করেন স্থানীয়রা। দুই দেবীর মন্দিরকে ঘিরে নানা লোককথাও প্রচলিত রয়েছে। কালীপুজোর রাতে ভক্তদের সমাগম আর মায়ের ভোগে গলদা চিংড়ির বিশেষ আয়োজনেই প্রতি বছর নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে চারশো বছরের পুরনো ইতিহাস ও লোকবিশ্বাস।

নকল সংসদে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে 'জনতা ইমপিচমেন্ট'

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের 'জনতার ইমপিচমেন্ট' আয়োজন করে ফেলল ইন্ডি জোট। শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের রাজাজি মার্গের বাড়িতে ওই মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়। যদিও ইন্ডি জোট ওই পুরো ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়াকে মক পার্লামেন্ট বলতে রাজি নয়। পরবর্তীতে ওই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'জন মহাভিযোগ'।

খাড়গের পেশ করা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে মোট ৬টি অভিযোগ করা হয়েছে। ১। ভোটচুরির ষড়যন্ত্র। ২। ১৩.২ কোটি ভোটারের নাম বাদ। ৩। সংসদের অনুমোদন ছাড়া ফর্ম ৬-এ বদল এনেছেন। ৪। ইসিআইনেটের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় কারচুপি। ৫। অন্য দুই কমিশনারের পরামর্শ অমান্য। ৬। মোদী ও শাহর নির্দেশে কাজ। খাড়গের অভিযোগ, মোদী ও শাহর নির্দেশে যেভাবে ভোটচুরি করেছেন জ্ঞানেশ কুমার, সেটা দেশদ্রোহিতার শামিল।

এদিন নির্ধারিত সময় সাড়ে ৩টে নাগাদ খাড়গের বাসভবনে ওই 'জন মহাভিযোগ' শুরু হয়। স্পিকারের আসনে দেখা যায় প্রাক্তন লোকসভার স্পিকার মীরা কুমারকে। সামনে সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি, হেমন্ত সোরেন, এমএ বেবি, বৃন্দা কারাট-সহ ইন্ডি জোটের অন্য নেতারা। কালীঘাট তৃণমূলের তরফে সৌগত রায়, সাগরিকা ঘোষরা। এদিন প্রথা মেনে অধিবেশন শুরু করেন মীরা কুমার। তিনি বলেন, 'ভারতের গণতন্ত্রের শক্তিই ভোট প্রক্রিয়ায়। যদি একজন ভোটারকেও ভোটদান থেকে বিরত করা হয়, তাহলে সেটা আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভাবনার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।' এরপর ইন্দিরা এবং সর্দার প্যাটেলকে স্মরণ করে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কংগ্রেসের দাবি, এই মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে জনমানসে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশে। কীভাবে আমজনতার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সেটা মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

যদিও বিজেপির দাবি, সব নাটকই করা হচ্ছে রাহুল গান্ধিকে রিলঞ্চ করার উদ্দেশে। বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদীর বক্তব্য, 'সবটাই নাটক। রাহুল গান্ধিকে নতুন করে লঞ্চ করতে চাইছে কংগ্রেস।' একই সঙ্গে এভাবে মক পার্লামেন্টে সাংসদ ও প্রাক্তন স্পিকারের অংশগ্রহণ করাকে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন হিসাবেও দেখছে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বিক্রি নিয়ে রাহুলকে পালটা দিলেন নির্মলা

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: কানাডার সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বিক্রির কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে সরব হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তার জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সমাজমাধ্যমে নির্মলা বলছেন, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক যখন এনডিএ সরকারের হাতে আসে, তখন ব্যাঙ্কের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ধুঁকছিল ব্যাঙ্ক।

গত বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন ও বিলগ্নীকরণ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ৬০.৭২ শতাংশ ইক্যুয়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। কানাডার বিনিয়োগকারী সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্স ফাইন্যান্সিয়াল হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে ব্যাঙ্কটির মালিকানা যেতে চলেছে। কানাডার সংস্থাটি ব্যাঙ্কের ৬০ শতাংশের মালিকানার জন্য ৫২ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা দেবে। এটিকেই দেশের আর্থিক ক্ষেত্রের বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগ বলেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ' আন্দোলনে নেমেছে। বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে আগামী ২ এবং ৩ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অনশনের ডাক দিয়েছে ইউএফআইওই। রাহুল গান্ধি ওই কর্মী সংগঠনের পাশেও দাঁড়িয়েছেন।

এই পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেসকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নির্মলার দাবি, নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলেই আইডিবিআই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নির্মলার অভিযোগ, 'কংগ্রেস ব্যাঙ্ককে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করত। যখন ইচ্ছা-যাকে ইচ্ছা ঋণ দিয়ে দিত। এমনকী কর্মীদেরও চাপ দেওয়া হত।' অর্থমন্ত্রী সাফ বলে দেন, কংগ্রেস জমানায় আইডিবিআইকে একপ্রকার বাধ্য করা হয় বিভিন্ন ডুবে যাওয়া সংস্থায় বিনিয়োগ করাতে।

রাহুল বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে লেখেন, দেশে শিল্পের বিকাশে সহযোগিতা করার লক্ষ্যেই কংগ্রেস আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে একের পর এক ব্যাঙ্ক বিক্রির পথ বেছে নিয়েছে। রাহুলের আরও প্রশ্ন ছিল, যে ব্যাঙ্ক লাভের মুখ দেখছে, তা বিক্রি করার প্রয়োজনটা কী? এরই পালটা নির্মলার দাবি, কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ পাইয়ে দিয়েছিল। সেজন্যই দুর্দশার মুখে পড়ে আইডিবিআই।

ময়দান

সচিব বদল রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে, দায়িত্বে পদ্মশ্রী জয়ী জ্যোতির্ময়ী

সাগ্নিক দত্ত

দীর্ঘ এক যুগের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সচিব পদে এল পরিবর্তন। দীর্ঘ ১২ বছর এই দায়িত্ব সামলানোর পর সচিবের পদ থেকে সরলেন কমল মৈত্র। তাঁর জায়গায় নতুন সচিব নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট তথা পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত জ্যোতির্ময়ী শিকদার। শনিবার পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার পরেই নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়। আর তার মধ্য দিয়েই রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রশাসনে শুরু হল নতুন অধ্যায়।

তবে এই নির্বাচন ঘিরে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের সচিবের পরিবর্তে নতুন মুখ আসায় গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রীড়ামহলে। নির্বাচন আদৌ নিয়ম মেনে হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে বিদায়ী সচিব কমল মৈত্র নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। কমল মৈত্রর বক্তব্য, 'আমরা ফেডারেশনের গাইডলাইন মেনেই নির্বাচন করেছি।' অর্থাৎ, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনও নিয়মবহির্ভূত পদক্ষেপ করা হয়নি বলেই দাবি বিদায়ী সচিবের। তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে নির্বাচন নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিদায়ী কমিটি।

অন্যদিকে, নতুন সচিব জ্যোতির্ময়ী শিকদারের দায়িত্ব গ্রহণকে ঘিরে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মহলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। একসময় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে দেশের হয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সাফল্য পেয়েছেন তিনি। ১৯৯৮ সালের এশিয়ান গেমসে জোড়া সোনা জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। এবার সরাসরি প্রশাসনিক দায়িত্বে এসে রাজ্যের অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নে কতটা ভূমিকা নিতে পারেন, সেটাই দেখার। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের অ্যাথলিট তুলে আনা, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজনের মতো বিষয়গুলি তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। নতুন দায়িত্ব নিয়ে আশাবাদী জ্যোতির্ময়ী শিকদার। তাঁর কথায়, আশা রাখব, এই পরিবর্তনের পর বাংলা থেকে আরও বেশি অ্যাথলিট উঠে আসবে। এশিয়ান গেমস এবং অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমরা আরও বেশি পদক জিততে পারব। আর নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে বলতে চাই, এই নির্বাচন সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই হয়েছে। যাঁরা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ, অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ দিন। ১২ বছর পর সচিব পদে এই পরিবর্তন নিছক প্রশাসনিক রদবদল নয়, বরং রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের ভবিষ্যৎ দিশা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে নির্বাচন নিয়ে ওঠা প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর মিলবে প্রয়োজনীয় নথি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখার পরেই।

অধিনায়ক জুরেলের অপরাজিত ৯৯ রানে ম্যাচে ফিরল ভারতীয় 'এ' দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ড 'এ'র বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে কঠিন পরিস্থিতিতে অসাধারণ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলেন ধ্রুব জুরেল। দলের প্রথম সারির ব্যাটাররা একের পর এক সাজঘরে ফিরলেও একপ্রান্ত আগলে রেখে ভারতীয় ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। চার দিনের দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিন শেষে ৯৯ রানে অপরাজিত ভারতের অধিনায়ক। তাঁর শতরান থেকে দূরত্ব মাত্র এক রান। জুরেলের পাশাপাশি আকাশ দীপের লড়াকু ব্যাটিংয়ে প্রথম দিনের শেষে সাত উইকেট হারিয়ে ২৯১ রান তুলেছে ভারত 'এ'। শনিবার ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারতীয় দল। ইনিংসের চতুর্থ বলেই ফ্রেজার শিটের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে যান যশস্বী জয়সওয়াল। তবে দেবদত্ত পাড়িক্কাল ও সাই সুদর্শন পরিস্থিতি সামাল দেন। দু'জনের ব্যাটে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পর্যন্ত আর কোনও উইকেট হারায়নি ভারত। বিরতির সময় দলের রান ছিল এক উইকেটে ৮৭। কিন্তু দ্বিতীয় সেশনে ছবিটা দ্রুত বদলে যায়। ৪১ রান করে আউট হন সুদর্শন। অন্যদিকে পাড়িক্কাল অর্ধশতরান পূর্ণ করে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ১০১ বলে নিজের পঞ্চাশ রান পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৮০ রান করে শিটের বলে বোল্ড হয়ে যান এই বাঁহাতি ব্যাটার। এরপর ভারতীয় ব্যাটিংয়ে কার্যত বিপর্যয় নেমে আসে। যশ রাঠোর ১৩ রান করে ফিরে যান। আর স্মরণ ও ওয়াশিংটন সুন্দরও নিজেদের ইনিংস বড় করতে পারেননি। মাত্র সাত রানের ব্যবধানে তিনটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। নিউজিল্যান্ডের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন শিট। এই পরিস্থিতিতে মানব সুথারকে সঙ্গে নিয়ে দলের হাল ধরেন জুরেল। সপ্তম উইকেটে দু'জনে ৬২ রান যোগ করেন। ২২ রান করে সুথার আউট হলেও অধিনায়কের লড়াই অব্যাহত থাকে। ৯৩ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন তিনি। ম্যাকের বলে পরপর চার, ছক্কা ও চার মেরে প্রতিপক্ষের বোলারদের চাপে ফেলে দেন। শেষ দিকে আকাশ দীপের সঙ্গে তাঁর জুটি ভারতকে বড় স্বস্তি দেয়।

বিচারপতিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে সাংবিধানিক সঙ্কট পোল্যান্ডে

ওয়ারশ, ৩১ অক্টোবর: বিচারপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্বে সাংবাদিক সঙ্কটে পোল্যান্ড। সাংবিধানিক ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে এক মাসের জন্য দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দিলেন ওই আদালতেরই এক বিচারপতি। প্রতিবাদে হিংসাত্মক আন্দোলনে নামল বিরোধী জোট। আর সেই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বিদেশ সফর বাতিল করে মাঝ-আকাশ থেকে বিমান ঘুরিয়ে দেশে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট।

শুক্রবার পোল্যান্ডের সাংবিধানিক ট্রাইব্যুনালের দীর্ঘতম মেয়াদের বিচারপতি অ্যানা করউইন-পিওত্রোভস্কা আদালতের প্রেসিডেন্ট বোগদান শভিয়েচকোভস্কি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বার্তোলোমেই সোচানস্কিকে এক মাসের জন্য দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেন। ওই সময়ের জন্য ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ার কথাও জানান তিনি। তাঁর এই নির্দেশ ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন প্রধান বিরোধী দল ল' অ্যান্ড জাস্টিসের নেতা ইয়ারোস্লাভ কাচিনস্কি এবং তাঁর অনুগামীরা। রাতের দিকে প্রকাশ্যে আসে সাংবিধানিক ট্রাইব্যুনালের অভ্যন্তরীণ বিরোধও।

শুক্রবার রাতে সাংবিধানিক ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের সাসপেনশনের নির্দেশকে 'বেআইনি' বলে চিহ্নিত করা হয়। ট্রাইব্যুনালের সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টে অ্যানার দেওয়া রায়কে খারিজ করে জানানো হয় যে, শভিয়েচকোভস্কি এখনও বৈধ ভাবে প্রধান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল আছেন। পাশাপাশি অ্যানার বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা'র অভিযোগ তুলেছেন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষ। অন্য দিকে, পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক সমর্থন জানিয়েছেন অ্যানার রায়কে! পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোল নাভরোৎস্কি শুক্রবার সেনেগাল সফরে রওনা হয়েছিলেন। রাজধানী ওয়ারশ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবর পেয়ে স্পেনের আকাশ থেকে বিমান ঘুরিয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি।

ভারতের নিজস্ব 'জিপিএস'-কে ত্রুটিহীন করতে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাল ইসরো

অমরাবতী, ৩১ অক্টোবর: আমেরিকার জিপিএস ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কমবে। ভারতের নিজস্ব 'জিপিএস'-কে শক্তিশালী করে তুলতে মহাকাশে অত্যাধুনিক এক স্যাটেলাইট তথা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে জিয়োসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা জিএসএলভি রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে দিকনির্ণয়কারী অত্যাধুনিক কৃত্রিম উপগ্রহ এনভিএস-০৩। ভারতীয় দিকনির্ণয়কারী ব্যবস্থা 'নাভিক' (নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন)-কে শক্তিশালী করতে এই স্যাটেলাইটের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আশাবাদী ইসরোর বিজ্ঞানীরা।

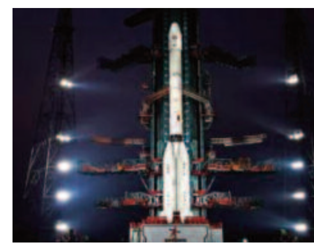

বর্তমানে রাস্তাঘাটে দিকনির্ণয়, মানচিত্রে কোনও সঠিক অবস্থান খোঁজা কিংবা সময় গণনার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকাংশেই আমেরিকার প্রযুক্তি এবং স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এনভিএস-০৩ নামক কৃত্রিম উপগ্রহটিতে আছে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি রুবিডিয়াম পারমাণবিক ঘড়ি (রুবিডিয়াম অ্যাটমিক ক্লক), যার ফলে এই স্যাটেলাইট সরাসরি এল১, এল৫ এবং এস ব্যান্ডে সঙ্কেত পাঠাতে পারবে। আমরা যে সাধারণ স্মার্টফোন বা স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করি, তার চিপের সঙ্গে এল১ ব্যান্ড সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে সাধারণ মানুষ ম্যাপে আরও নিখুঁত তথ্য পাবেন। সময়ের গণনাও এই স্যাটেলাইটের তথ্যের মাধ্যমে আরও নির্ভুল হয়ে উঠবে। স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণের পর শনিবার সকালে ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লিখেছেন, 'আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা, উদ্ভাবনী শক্তি দেশকে গর্বিত করে চলেছে। এই মিশন আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন এনভিএস-০৩ স্যাটেলাইট বিভিন্ন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে দেবে। সাধারণ মানুষের উপকার হবে এতে।'

দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন ওমর আবদুল্লা

শ্রীনগর, ৩১অক্টোবর: ৫৬ বছর বয়সে দাম্পত্যের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। নামী সাংবাদিক নিধি রাজদানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা। শনিবার সেই খবর প্রকাশিত হতেই অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসছেন নবদম্পতি। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডল পোস্টে ওমর নিজেই লিখেছেন, 'গতকাল (শুক্রবার) থেকে শুরু হল আমাদের নতুন ইনিংস।' এই পোস্টে তিনি নিধিকে ট্যাগ করেছেন। সেইসঙ্গে নবদম্পতির বেশ কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। ওমরের দ্বিতীয় স্ত্রী নিধি রাজদান সাংবাদিক হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। সর্বভারতীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সঞ্চালিকা ও এক্সিকিউটিভ এডিটর হিসেবে তাঁর কেরিয়ার অত্যন্ত উজ্জ্বল। ৫৬ বছরের ওমরের মতো ৪৯ বছর বয়সী নিধিরও এটি দ্বিতীয় বিয়ে। ২০০৫ সালে সাংবাদিক নীলেশ মিশ্রকে বিয়ের দু'বছর পরই তাঁদের ডিভোর্স হয়। দিল্লিতে জন্ম, পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা নিধির পরিবার আসলে কাশ্মীরি পণ্ডিত। মধ্য কাশ্মীরের বদগামের বাসিন্দা তাঁরা। সে অর্থে ওমর আবদুল্লার সঙ্গে নিধির বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

WPIL

CIN: L36900WB1952PLC020274

পঞ্জিকৃত কার্যালয়: "গোদরেজ জেনেসিস" বিল্ডিং, ইউনিট ১৪০৪, ১৪তম তল, সল্টলেক, সেক্টর-V, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ছয় মাস		সমাপ্ত বছর
		৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ জুন, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৬
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৩৬,৫০০.০৪	৫১,২৪৪.৪২	৪৩,৯১৩.৭৪	৮৭,৭৪৪.৪৬	৮২,৬৫৯.৯৮	১৯০,৪৪০.৩২
২.	কার্যকালের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী)	৪,১১৭.১৪	৭,৯২৯.৬৪	৭,১৪৬.৯৬	১২,০৪৬.৭৮	১১,১৮৮.৯১	২৮,৮০১.৪০
৩.	কর পূর্ববর্তী কার্যকালের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	৪,১১৭.১৪	৭,৯২৯.৬৪	৭,১৪৬.৯৬	১২,০৪৬.৭৮	১১,১৮৮.৯১	২৮,৮০১.৪০
৪.	কর পরবর্তী কার্যকালের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	৩,৩৬১.০০	৫,৯০০.৯৮	৫,১৭৮.৫৮	৯,২৬১.৯৮	৭,৭৫২.৭৯	১৯,৯৬১.৯২
৫.	কার্যকালের সর্বমোট সামগ্রিক আয় [কার্যকালের লাভ/ (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	৪,৩৪৩.০২	৬,৮১৪.৭৫	৮,১৭৩.২১	১১,১৫৭.৭৭	১৭,৭৫০.৪৮	৩৩,৯৭১.৫৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি						১৫৮,০৬০.৫২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়):						
	১. মৌলিক	২.২৭	৩.৪৭	৪.২০	৫.৭৪	৬.৪৯	১৬.১৯
	২. মিশ্রিত	২.২৭	৩.৪৭	৪.২০	৫.৭৪	৬.৪৯	১৬.১৯

দ্রষ্টব্য :

উপরিউক্ত বিবরণীটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের একটি সারাংশ। উক্ত বিশদ আর্থিক ফলাফল এবং এই সারাংশটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ ফরম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.wpil.co.in/investor-lounge/stock-exchange-communication/) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের অনুমোদনক্রমে
ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00249468

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

WPIL

CIN: L36900WB1952PLC020274

পঞ্জিকৃত কার্যালয়: "গোদরেজ জেনেসিস" বিল্ডিং, ইউনিট ১৪০৪, ১৪তম তল, সল্টলেক, সেক্টর-V, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ছয় মাস		সমাপ্ত বছর
		৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ জুন, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৬
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১২,০৭৫.৪০	১১,৭৭৯.২৭	১৮,৫৭৮.৫১	২৩,৮৫৪.৬৭	৩৭,৫৭৫.৬০	৮০,১১৪.২৮
২.	কার্যকালের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী)	১,১৩৬.৭১	৮৭৩.৮১	৩,৩৫৮.৩৬	২,০১০.৫২	৫,৯৩৬.৯২	১৫,৫৪৫.৭০
৩.	কর পূর্ববর্তী কার্যকালের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১,১৩৬.৭১	৮৭৩.৮১	৩,৩৫৮.৩৬	২,০১০.৫২	৫,৯৩৬.৯২	১৫,৫৪৫.৭০
৪.	কর পরবর্তী কার্যকালের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	৮৬৩.৪১	৬১৯.৭০	২,৫০৩.১৭	১,৪৮৩.১১	৪,৪০১.২১	১১,৬৯৩.২৮
৫.	কার্যকালের সর্বমোট সামগ্রিক আয় [কার্যকালের লাভ/ (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	৯১০.৩৮	৬২১.২৬	২,৫০৬.৮২	১,৫৩১.৬৪	৪,৪০৪.৩২	১১,৭৯০.৩৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি						৯৬,৮৬৩.৩৭
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়):						
	১. মৌলিক	০.৮৯	০.৬৩	২.৫৮	১.৫২	৪.৫১	১১.৯৭
	২. মিশ্রিত	০.৮৯	০.৬৩	২.৫৮	১.৫২	৪.৫১	১১.৯৭

দ্রষ্টব্য :

উপরিউক্ত বিবরণীটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের একটি সারাংশ। উক্ত বিশদ আর্থিক ফলাফল এবং এই সারাংশটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ ফরম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.wpil.co.in/investor-lounge/stock-exchange-communication/) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের অনুমোদনক্রমে
ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00249468

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 01.11.2026 PAGE 8 NABAPATRIKA_Layout 1 10/31/2026 10:14 PM Page 1

EKDIN, KOLKATA, 1 NOVEMBER 2026 PAGE 8

একদিন নবপত্রিকা

রবিবার • ১ নভেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

চলচ্চিত্রে কাজি নজরুল ইসলাম অনেকটা অনুচ্চারিত প্রসঙ্গ

এস ডি সুব্রত

আজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষ আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং মানবতাবাদী কবি । গান, কবিতা, গল্প, নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। যেখানে তিনি একাধারে গীতিকার, সংগীত পরিচালক, কাহিনিকার, সুরকার ও নির্মাতা হয়ে কাজ করেছেন। অভিনয় করেছেন দাপটের সঙ্গে। তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম, কবিতা ও গল্প অবলম্বনে পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মিত হয়েছে। তাঁর 'পদ্মগোখরা' গল্প অবলম্বনে 'সুখ দুঃখ' ও 'মায়ার বাঁধন' এবং উপন্যাস অবলম্বনে 'মেহের নেগার' (২০০৫) এর মতো চলচ্চিত্র নজরুল স্বভাবে ছিলেন আজীবন অস্থির, চঞ্চল। বাংলা চলচ্চিত্রে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় ২০ থেকে ২২টি চলচ্চিত্রে সরাসরি সংগীত পরিচালক ও সুরকার হিসেবে কাজ করেন

ম্যাডান থিয়েটার্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে 'সুর ভাণ্ডারী' বা প্রধান সুরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত, বাউল, ভাটিয়ালিসহ বিভিন্ন লোকসুরকে চলচ্চিত্রের উপযোগী করে সার্বজনীন রূপ দেন। ১৯৪১ সালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি আব্বাসউদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনদের নিয়ে 'বেঙ্গল টাইগার্স পিকচার্স' নামক একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে থেমে থাকেননি তিনি। তাই শুধুই অভিনয় আর পরিচালনা নয়, রীতিমতো প্রশিক্ষকের কাজ করতেন নজরুল। সহশিল্পীদের অভিনয় শেখাতেন, গান তুলে দিতেন শিল্পীদের। এমনকি উচ্চারণও ঠিক করে দিতেন। ত্রিশের দশকে নজরুল পার্সি মালিকানাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্সের 'সুর ভাঙারি' পদে নিযুক্ত হন। এই পদটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন নজরুল।

শুধুই অভিনয় আর পরিচালনা নয়, রীতিমতো প্রশিক্ষকের কাজ করতেন নজরুল। সহশিল্পীদের অভিনয় শেখাতেন, গান তুলে দিতেন শিল্পীদের। এমনকি উচ্চারণও ঠিক করে দিতেন। ত্রিশের দশকে নজরুল পার্সি মালিকানাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্সের 'সুর ভাঙারি' পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ের নামকরা প্রযোজক পিরোজ ম্যাডান ১৯৩৩ সালে পায়োনিয়ার ফিল্মস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'ধ্রুব' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। পুরাণের কাহিনি নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা 'ধ্রুব চরিত' অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। নজরুল এ ছবির গান লেখেন এবং সংগীত পরিচালনা করেন। তিনি দেবর্ষি নারদের চরিত্রে অভিনয় করেন এবং একটি গানে কণ্ঠ দেন। ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারি 'ধ্রুব' মুক্তি পায়। ওই চলচ্চিত্রে নিজেকে একেবারে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। যেমন স্বর্গের সংবাদবাহক এবং দেবর্ষি নারদের চরিত্রে সব সময় দেখা যায় জটাধারী, দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ একজনের চেহারা। কিন্তু নারদ নজরুল ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রম। তাঁর নারদ এক সুদর্শন যুবক। হাসি হাসি মুখ। চুড়ো করে মালা বাঁধা ঝাঁকড়া চুল, ক্লিন শেভড। পরনে সিল্কের লম্বা কুর্তা, গলায় মালা। চলচ্চিত্রের পর্দায় এভাবেই নারদরূপে আবির্ভূত হলেন নজরুল। নারদ চরিত্রে নজরুলের সাজসজ্জা নিয়ে সে সময় পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছিল যথেষ্ট। পাত্তা দেননি নজরুল। নজরুল তাঁর জবাব দেন। তিনি বলেন, 'আমি চিরতরুণ ও চিরসুন্দর নারদের রূপই দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' ম্যাডান থিয়েটার্স বিভিন্নভাবে নজরুলের প্রাপ্য সম্মানী নিয়ে প্রতারণা করায় ১৯৩৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন তিনি।নারদ চরিত্রে নজরুলের সাজসজ্জা নিয়ে সে সময় পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছিল যথেষ্ট। পাত্তা দেননি নজরুল। নজরুল তাঁর জবাব দেন। তিনি বলেন, 'আমি চিরতরুণ ও চিরসুন্দর নারদের রূপই দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' নজরুল নিজে পরিচালনা করেছেন 'ধূপছায়া' নামের একটি চলচ্চিত্র। 'ধূপছায়া'তে দেবতা বিষ্ণুর চরিত্রে অভিনয়ও করেন তিনি। ১৯৩১ সালে অমর চৌধুরী পরিচালিত সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী'তে সুরকারের ভূমিকায় কাজ করেন নজরুল। ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল জেএফ ম্যাডান কোম্পানির সবাক চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' ক্রাউন সিনেমা হলে মুক্তি পায়। ছবিটির পরিচালনায় ছিলেন অমর চৌধুরী। একই বছর বাংলা সবাক চিত্র 'জলসা'য় নজরুল নিজের একটি গান গেয়েছিলেন এবং 'নারী' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে মুক্তি পায় 'সাপুড়ে'। এর কাহিনিকার ও সুরকার ছিলেন নজরুল। পরিচালক দেবকী বসু। বেদে সম্প্রদায়ের জীবনভিত্তিক এ সিনেমা দারুণ ব্যবসাসফল হয়েছিল। বেদেজীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নজরুল বেশ কিছুদিন বেদে দলের সঙ্গে ছিলেন। 'সাপুড়া' নামে সিনেমাটির হিন্দি রিমেকও হয়েছিল। তার সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন নজরুল। ১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পাতালপুরী' সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেন নজরুল। তিনি এবং পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এ ছবির গীতিকার। 'পাতালপুরী' সিনেমাটি কয়লাখনির শ্রমিক ও সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। এ ছবির জন্য 'ঝুমুর' সুরে গান রচনা করেন নজরুল। তিনি কয়লাখনি অঞ্চল সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ১৯৩৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'গৃহদাহ' সিনেমার সুরকার ছিলেন নজরুল। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পায় রহস্য কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র 'গ্রহের ফের'। এ ছবির সংগীত পরিচালক ও সুরকার ছিলেন নজরুল। ১৯৩৭ সালের আলোচিত চলচ্চিত্র 'বিদ্যাপতি'। কবি বিদ্যাপতির জীবনীভিত্তিক এ ছবির মূল গল্প ছিল নজরুলের। যদিও চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় ছিলেন দেবকী বসু। ছবিটির সুরকার ছিলেন নজরুল ও রাইচাঁদ বড়াল। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির বিভিন্ন কবিতায় নজরুলের সুরদানের কাজ ছিল অসাধারণ। বাংলা 'বিদ্যাপতি'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দিতে নির্মিত হয় 'বিদ্যাপতি'। ১৯৪২ সালে নির্মিত 'চৌরঙ্গী' চলচ্চিত্রের গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। পরে 'চৌরঙ্গী' হিন্দিতে নির্মিত হলে সে ছবির জন্য সাতটি হিন্দি গান লেখেন নজরুল। একই বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিলরুবা' চলচ্চিত্রের গীতিকার ও সুরকার ছিলেন নজরুল। ১৯৪১-৪২ সালে 'মদিনা' নামে একটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। এ সিনেমার জন্য তিনি ১৫টি গান লেখেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিনেমাটি আর মুক্তি পায়নি। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ও নাম লিখিয়েছিলেন নজরুল। ১৯৪১ সালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় নজরুল 'বেঙ্গল টাইগার্স পিকচার্স' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, হুমায়ূন কবীর, এস ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আজিজুল ইসলাম, সারওয়ার হোসেন, আজিজুল হক প্রমুখ। তাঁর অসুস্থতার সময় এবং মৃত্যুর পর অনেক সিনেমায় তাঁর গান ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় তাঁর ও উত্তরাধিকারীদের অনুমতির তোয়াক্কাও করা হয়নি। তবে অধিকাংশ ছবিতেই নজরুলসংগীতের ব্যবহার দর্শকপ্রিয় হয়েছে। 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' সিনেমায় 'পথহারা পাখি কেঁদে ফেরে একা' গানটি অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। একইভাবে 'জীবন থেকে নেয়া' সিনেমায় 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানটির ব্যবহার ছিল অসাধারণ। 'লায়লা-মজনু' সিনেমায় 'লাইলি তোমার এসেছে ফিরিয়া, মজনু গো আঁখি খোলো' গানটির সার্থক ব্যবহার দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । নজরুলের 'মেহের নেগার' গল্প অবলম্বনে ২০০৬ সালে একটি সিনেমা নির্মিত হয়। সিনেমাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন মুশফিকুর রহমান ও মৌসুমী। চলচ্চিত্রে প্রধান দুই চরিত্র;কাশ্মীরের তরুণী মেহের নেগারের চরিত্রে মৌসুমী এবং আফগান যুবক ইউসুফের ভূমিকায় ফেরদৌস অভিনয় করেন। এ সময়ে আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয় নজরুলের গল্প 'রাক্ষসী' অবলম্বনে। 'রাক্ষুসী' সিনেমার পরিচালক মতিন রহমান। তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন রোজিনা, পূর্ণিমা ও ফেরদৌস। এর আগে নজরুলের গল্প 'জিনের বাদশাহ' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন বাপ্পারাজ। নজরুলের উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' এবং গল্প 'ব্যথার দান' ও 'পদ্মগোখরা' অবলম্বনেও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তাঁর দুটি কবিতা 'লিচু,চোর' এবং 'খুকী ও কাঠবেরালি' অবলম্বনে শিশুদের জন্য দুটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে। ' চৌরঙ্গী' সিনেমার গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। একই বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিলরুবা' সিনেমার গীতিকার ও সুরকার ছিলেন নজরুল। চৌরঙ্গী হিন্দিতে নির্মিত হলে সে সিনেমার জন্য ৭টি হিন্দি গান লেখেন নজরুল। ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। মস্তিষ্কের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ ৩৪ বছর বাকরুদ্ধ ছিলেন তিনি। ১৯৭৬ সালে তার মৃত্যু হয়। নজরুলের অসুস্থতার সময় এবং মৃত্যুর পর অনেক সিনেমায় তার গান ব্যবহার করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে নজরুলের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে প্রচুর টিভি নাটক ও টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে আশির দশকে ধারাবাহিক নাটক হয়েছে নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস অবলম্বনে। এতে মেজবউ চরিত্রে অভিনয় করেন রোকেয়া রফিক বেবী। নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থায়নে ১৯৫৬-৫৭ সালে নির্মিত হয় 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম'। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রযোজনায় নির্মিত হয় 'বিদ্রোহী কবি'। ১৯৭২ সালে ভারত সরকারের প্রযোজনায় নির্মিত হয় 'কাজী নজরুল ইসলাম'। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৮০-৮১ সালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রযোজনায় নির্মিত হয় 'কবি নজরুল'। বিবিসি টিভি চ্যানেল ফোর থেকে নির্মিত হয় 'কাজী নজরুল ইসলাম'। কানাডার চলচ্চিত্র পরিচালক ফিলিপ স্পারেল নির্মাণ করেন তথ্যচিত্র 'নজরুল'। কিংবদন্তি শিল্পী শচীন দেব বর্মণের গাওয়া নজরুলের একটি বিখ্যাত গান, 'চোখ গেল চোখ গেল/কেন ডাকিসরে/চোখ গেল পাখিরে'। গানটি ১৯৪১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'নন্দিনীতে' সংযোজিত হয়। শচীন দেবের কণ্ঠে ওই সময় নজরুলের আরো একটি কালোত্তীর্ণ গান 'পদ্মার ঢেউরে, মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা' রেকর্ড করা হয়। তবে গানটি ওই ছবিতে নেওয়া হয়নি। 'চৌরঙ্গী' ছবির জন্য 'রুমঝুম ঝুমঝুম/খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে/কে যায় যায়' গানটিও নজরুল লেখেন এবং সুরারোপ করেন। এই ছবিতে নজরুল প্রায় আটটি গান লেখেন এবং সংগীত পরিচালনাও করেন। ছবিটি প্রথমে হিন্দিতে নির্মিত হয়। মাস দুয়েকের ব্যবধানে বাংলা ভাষায়ও মুক্তি পায়। 'গ্রহের ফের', 'দিকশূল' এবং 'অভিনয় নয়' ছবি তিনটির জন্য যথাক্রমে ছটি, দুটি এবং একটি করে গান রচনা এবং সুরারোপ করেছেন নজরুল।অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের তুলনায় চলচ্চিত্রে নজরুল যেন এক অগুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কিন্তু এ বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে চলচ্চিত্রও যে ঋদ্ধ হয়েছে এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

বই-কথা

আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই 'কৃষ্ণপ্রিয়া শতরূপে শতদলে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সকালে হাওড়ার সদানন্দ মঠে মহাসমারোহে প্রকাশিত হল 'কৃষ্ণপ্রিয়া শতরূপে শতদলে'- কিঙ্করী কৃষ্ণপ্রিয়ার স্মৃতিগ্রন্থ। কিঙ্করী কৃষ্ণপ্রিয়া (বড় মা) ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের অন্যতমা ব্রহ্মচারিনী মানসকন্যা তথা লীলা পরিকর। আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে এই গ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন লেখক লেখিকার অনুধ্যানে ধরা পড়েছে ওঙ্কারনাথদেবের সময়ের হারিয়ে যাওয়া বহু ঘটনা, বড়মা ও অন্যান্য সাধক-সাধিকার ত্যাগের ইতিহাস, জ্ঞান ভক্তি তপস্যার অনন্য দৃষ্টান্ত। ওঙ্কারনাথদেব ও তাঁর পরিকরদের উচ্চ আদর্শ কিভাবে আজকের সমাজেও প্রাসঙ্গিক, সেটাও গ্রন্থের পাতায় পাতায় উন্মোচিত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক কিঙ্কর সামানন্দজী (ড. লোকনাথ চক্রবর্তী) যথার্থ লিখেছেন — 'বড়মার সাধনা, তাঁর সেবা, তাঁর লেখনী, তাঁর মানুষের কাছে পৌঁছনো — সবই ধীরে ধীরে ঠাকুরের কর্মের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পথহারা মানুষকে সনাতন ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনা, আর্ত ও দুঃখীদের সেবা করা, সতীসংঘের মায়েদের এবং ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘের যুবকদের ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করা, এবং সর্বোপরি তাঁর বাঙ্ময় শ্রীবিগ্রহের সেবা করা — এসবের মধ্যে বড়মার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি যেন নিজের জীবনকে গুরুর দেহের একটি কার্যকর অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।'

এই গ্রন্থের প্রথম অংশ হল 'আপনজনদের অনুভবে', এই রচনাগুলিতে বড়মাকে যাঁরা দীর্ঘকাল দেখেছেন, তাঁদের লেখা পড়ে পাঠক সমৃদ্ধ হবে। এর মধ্যে পূজনীয়া কিঙ্করী গুরুপ্রিয়ার(ছোটমার) সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণ এই গ্রন্থের মুখ্য আকর্ষণ! বড়মা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে তাঁর ভাবনার পাশাপাশি, ঠাকুর-সম্পর্কিত কিছু অজানা ঘটনাও তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। যেমন, তাঁর 'তবাস্মি' রচনায় আমরা জানতে পারি যে ওঙ্কারনাথদেব একবার তাঁর মানসকন্যার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- 'ওঙ্কারনাথ যদি ভগবান হন, তবে তাঁর সঙ্গিনী কি মানবী হতে পারে?' উল্লেখ্য , এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ থেকে মুদ্রনের মূল দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন পূজনীয়া কিঙ্করী গুরুপ্রিয়া (শ্রীশ্রীঠাকুরের আদরের 'ছোটমা')।

পরবর্তী অধ্যায় , 'বড়মার স্নেহচ্ছায়ায়'- তাঁর স্নেহধন্য ভক্তরা নানা ভাবে পূজার ডালি সাজিয়েছেন। 'স্মৃতির মণিকোঠায়' অধ্যায়ের রচনাগুলিতে বড়মাকে দেখা যায় আরও নানা মানুষের চোখ দিয়ে। কেউ তাঁকে দেখেছেন নিকটজনের

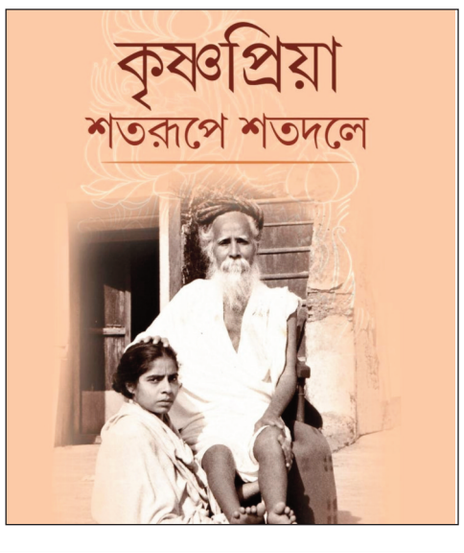

মতো, কেউ সাধিকারূপে, কেউ বা এমন একজন মানুষ হিসেবে। তারপর রয়েছে 'মাতৃমণ্ডলীর অনুধ্যানে', সেখানে আমরা পাচ্ছি সতী সঙ্ঘের নারী ভক্তদের স্মৃতিচারণ। তারপর রয়েছে কবিতার্ঘ্য, ছন্দে ছন্দে কিঙ্করী কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এই গ্রন্থে বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখার পাশাপাশি পাচ্ছি বহু দুর্লভ ছবি। গ্রন্থের শেষে বড়মার কিছু অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হয়েছে, এবং বড়মাকে লেখা শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু দুষ্প্রাপ্য পত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের এই বিশেষ উপাদান সকল পাঠকের কাছেই নিঃসন্দেহে এক অমূল্য প্রাপ্তি।

এই ৫৬৮ পৃষ্ঠার অমূল্য গ্রন্থের মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র ১৫০ টাকা, যার থেকে প্রকাশক সংস্থা 'ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সঙ্ঘ'-র সেবাপরায়নতা প্রকাশ পায়;ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল পাঠকদের কাছেই বইটি সুলভ করবার জন্যেই তাঁদের এই অভিনব প্রয়াস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- বড়মার উৎসাহ এবং দিগ্দর্শনেই 'ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘ' গঠিত হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের 'বড়মা'- তিনি জ্ঞানে 'গার্গী', সেবায় 'রমা', ভক্তিতে 'কৃষ্ণপ্রিয়া'। তাঁর এই অনুধ্যানগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর অপার্থিব মহিমার সাথে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলার বিভিন্ন দিক। ব্রহ্মচারিণী মায়েদের বৈরাগ্যের ব্রতে দীক্ষিত করে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অধ্যাত্ম পরম্পরায় এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছেন-বিকশিত হয়েছে এ যুগের সর্বত্যাগী ব্রহ্মবাদিনীরা, যাদের মধ্যে বড়মা অন্যতমা এবং অগ্রগন্যা। বড়মার বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে পরমপূজনীয়া ছোটমার সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণের ছত্রে ছত্রে। গ্রন্থের ভূমিকায় পূজনীয় কিঙ্কর বিঠল রামানুজ (সর্ব্বাধীশ ও আচার্য্য, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়) লিখছেন- 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বড়মার আত্মিক নৈকট্যের কারণে-শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকসময়ে তাঁর সঙ্গে বড়মার কোন না কোন জন্মান্তরীন যোগসূত্রের ইঙ্গিত দিতেন। তাই সীতারামের সুযোগ্য লীলাপরিকররূপে বড়মা চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকবেন। তাঁর যে স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে-সেই অমূল্য গ্রন্থের জন্য আন্তরিক শুভকামনা রইল।'

লক্ষ্মী পূজার দিন গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন গ্রন্থের সম্পাদক (কিঙ্কর সামানন্দজী), পূজনীয়া কিঙ্করী গুরুপ্রিয়ার (ছোটমার) উপস্থিতিতে।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টজন ও ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন, ও নবপ্রকাশিত গ্রন্থের আন্তরিক প্রশংসা করেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ভক্ত, সাধক, গবেষক ও দার্শনিক সহ সমস্ত পাঠকবৃন্দ সমৃদ্ধ হবেন।